শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

ভোলানাথ লাইব্রেরী

কেয়ার অফ্ ইষ্টার্ন ল-হাউস

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৩২

মূল্য ৷৷৹ বার আনা

প্রকাশক
শ্রীঅনাথনাথ দে
ভোলানাথ লাইব্রেরী
কেয়ার অফ্ ইষ্টার্ন-ল-হাউস
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

কার্ত্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

যিনি আমাদের বংশের গৃহ দেবতা,

যিনি আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা,

যিনি সকল মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,

যিনি আমার খুল্ল-পিতামহ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের

'বন্দেমাতরম' মন্ত্র-দাতা

সেই অপার করুণাময় মূর্ত্তিমান বিগ্রহ

শ্রীশ্রীবিজয় রাধাবল্লভ জিউর

শ্রীপাদ-পদ্মে

আমার এই 'সত্য-ব্রত'

উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

কাঁটাল পাড়া,
নৈহাটী
২৪-পরগণা
১লা বৈশাখ, ১৩৩২।

সেবক
শ্রীসুদেবচন্দ্র দেবশর্ম্মণ (চট্টোপাধ্যায়)

একটী কথা

আমার এই 'সত্যব্রতে'র কোন ভূমিকা বা পূর্ব্বাভাষের প্রয়োজন দেখি নাই। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান; নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। বাঙ্গলার সাহিত্য সম্রাট, 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের প্রচারক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার খুল্লপিতামহ পুরুষানুক্রমে আমরা শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করিয়া, আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীবিজয় রাধাবল্লভ জিউর সেবা করিয়া আসিতেছি। তাহারই প্রেরণায় আমার অযোগ্যতার কথা বিস্মৃত হইয়া, আমি এই সত্যনারায়ণের ব্রত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে, এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কেহ যদি সত্যনারায়ণের মহিমায় আকৃষ্ট হন, তাহা হইলেই আমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

কাঁটালপাড়া, নৈহাটী
২৪ পরগণা।
১লা বৈশাখ, ১৩৩২

শ্রীসুদেবচন্দ্র দেবশর্ম্মণ (চট্টোপাধ্যায়)

প্রীতি-উপহার
শ্রী

সূচীপত্র।

সত্য-ব্রত

ও

শ্রী শ্রীসত্যনারায়ণ পূজা-পদ্ধতি।

— বিশেষ দ্রষ্টব্য —

পুষ্প। শ্বেত পুষ্প প্রশস্ত।

আবাহন। নারায়ণ শিলোপরি পূজায় আবাহনাদি নাই, ঘটে আছে।

দিকনির্ণয়। রাত্রিকালে দেবপূজা উত্তর মুখে করিতে হয়।

উপবেশন। ডান পায়ের উপর বাম পা রাখিয়া দেব কার্য্যে বসিতে হয়। অথবা যে কোন প্রকার সুখাসনে বসিয়া দেবকার্য্য করিতে পারা যায়।

আচমন। আচমনের কালে হাঁটুর বাহিরে হাত রাখা বিধেয় নহে। গণ্ডুষ কালে শব্দ করিবে না।

আচমন বিধি। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ বাহিরে রাখিয়া অন্য তিনটী আঙ্গুল একত্র করিয়া সম্মুখদিকে বাঁকাইয়া ধরিবে, এবং করতলের মধ্যস্থলে একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ পরিমিত জল লইয়া তিনবার আচমন-মন্ত্র বলিয়া পান করিবে।

অর্ঘ্যদান। অর্ঘ্যদানে সামবেদীরা "ইদমর্ঘ্যং" বলিবেন। ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীরা "এষোঽর্ঘঃ" বলিবেন।

উচ্চারণ বিধি। "ঽ" লুপ্ত অকারের চিহ্ন। ইহার উচ্চারণ নাই। যথা = "জলেঽস্মিন" = "জলেস্মিন্।" ঁ চন্দ্রবিন্দু অনুস্বারের রূপান্তর যথা ওঁ = ওং।

যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের শ, ষ, স ও হ কারের পূর্ব্ববর্ণ গুরুরূপে উচ্চারিত হয়, যথা—"বরেণ্যং" = "বরেঃণ্যং"। ঋ যুক্তাক্ষর নহে, ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যুক্ত হইলে যুক্তাক্ষর হয় না, যথা—"প্রজাপতি ঋষিঃ" = "প্রজাপতিরিষিঃ।" মন্ত্রপাঠ কালে হ্রস্ব দীর্ঘ অনুস্বর ও বিসর্গের যথাযথ উচ্চারণ করিবে। শব্দের অর্থই প্রধান—লিঙ্গ ও বচনের অর্থ প্রধান নহে।

অঙ্গুলি নির্ণয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে "অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা ও কনিষ্ঠা।"

দিক কথন। পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইলে, সম্মুখ"পূর্ব্ব",পশ্চাৎ"পশ্চিম", ডানদিক "দক্ষিণ" ও বামদিক "উত্তর"। উত্তর-পূর্ব্ব কোণ "ঈশান," পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ "অগ্নি," দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ "নৈঋর্ত," পশ্চিম-উত্তর কোণ "বায়ু"। পূর্ব্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে "ঊর্দ্ধ", পশ্চিম ও নৈঋর্ত কোণের মধ্যে "অধঃ।"

সঙ্কল্প বিধি। কুশ, হরীতকী, ত্রিপত্র ও তুলসী (সুপারি ব্যবহার নিষিদ্ধ)।

(ক) সত্যনারায়ণ ব্রত সঙ্কল্পে চান্দ্রমাসোল্লেখ কর্ত্তব্য যথা—বৈশাখে মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ ইত্যাদি।

(খ) নারায়ণ শিলা না পাইলে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিবে।

ঘটস্থাপনের বিধি।

[সামবেদীয় মন্ত্র]

মৃত্তিকার উপর পঞ্চশস্য ছড়াইয়া ঘট বসাইবে, ঘটের গায়ে দধি মাখান চাউল দিবে, ঘটের গলায় লাল সুতা জড়াইয়া দিবে, ঘট জলপূর্ণ করিয়া পঞ্চপল্লব দিবে। পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুরের শাখা) পঞ্চপল্লব অভাবে কেবল আম্র-পল্লব দিবে।

এক শরা চাউল (আতপ) হরীতকী ও পান দিবে, হরীতকী অভাবে সুপারী দিতে পারা যায়। ঘটের মুখে স-শীষ একটী ডাব দিবে, অভাবে রম্ভা দেওয়া চলে। শীষ ও ফলের গায়ে সিন্দুর মাখাইবে। ঘটের গায়ে সিন্দুর দিয়া মূর্ত্তি আঁকিবে, ডাবের উপর একখানি বস্ত্র বা গামছা দিয়া আচ্ছাদন করিবে। ফুলের মালা দিবে।

(ভূমি) অর্থাৎ মৃত্তিকা ধরিয়া বলিবে—

ওঁ মহী ত্রীনামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্নঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।

ভাবার্থ—ভূমি ধরিয়া বলিবে—"হে ভূমি, মিত্র অর্য্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতা প্রকাশ্যভাবে, অবাধরূপে তোমায় রক্ষা করুন।"

(ধান্য) অর্থাৎ ধান লইয়া বলিবে—

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপূপবন্তমুকথিনং ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।

ভাবার্থ - ধান লইয়া বলিবে—"সকালের ভৃষ্ট যব যুক্ত, দধির সহিত ছাতু (সক্ত) সংযুক্ত পিষ্টযুক্ত, স্তুতিযুক্ত, সোমযাগ, হে ইন্দ্র তুমি উপভোগ কর।"

(ঘট) ঘট দুই হাতে ধরিয়া বলিবে—

ওঁ আবিশন্ কলসং সুতো, বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥

ভাবার্থ—ঘট ধরিয়া বলিবে—"দীপ্তিযুক্ত ও মন্ত্রপূত সুধা কলসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্ব সম্পত্তি ইন্দ্রকে দিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে।"

(জল) জল স্পর্শ করিয়া বলিবে—

ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা, ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ॥

ভাবার্থ—জল ছুঁইয়া বলিবে—"হে মিত্র ও বরুণ, শুদ্ধ জল সেচনে এই সমস্ত যজ্ঞস্থল তোমরা সিক্ত কর, এবং মধু দিয়া সমস্ত লোককে সিক্ত কর।"

(পল্লব) পল্লব ধরিয়া বলিবে—

ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ. উজ্জাব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা সূয়তাং রয়িঃ ॥

ভাবার্থ—পল্লব ধরিয়া বলিবে—"হে পল্লব! ডুমুরবৃক্ষের ন্যায় বহু তেজসম্পন্ন ও ফলশালিনী হও। হে বনস্পতে! আপনার পত্র আন্দোলনে ধন প্রদান কর।"

(ফল) ফল ধরিয়া বলিবে—

ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে. যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরোনৃযাতা শবসশ্চকান. আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।

ভাবার্থ—"যখন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তত্তৎ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হয়, তখন মানুষেরা যে ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে, সেই বিক্রমশালী ও

মনুষ্যগণের সংবিভাগকর্ত্তা ইন্দ্র তুমি বলকামী হইয়া গোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া যাও।"

(পুষ্প) পুষ্প ধরিয়া বলিবে—

ওঁ শ্রীরসি, ময়ি রমস্ব।

ভাবার্থ—"হে পুষ্প! তুমি শোভা, তুমি সর্ব্বদা আমার দেহেতে বিহার কর।"

(সিন্দুর) সিন্দুর লইয়া—

ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশু-মপ্সু গৃভ্নতে॥

(স্থিরীকরণ)—

ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাং॥

পরে কৃতাঞ্জলি লইয়া—

ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্ব্বদেব সমন্বিতং।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠদেবগণৈঃ সহ॥

ঘটস্থাপনের বিধি।

[ঋগ্বেদি মন্ত্র]

(ভূমি) অর্থাৎ মৃত্তিকা ধরিয়া বলিবে—

ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানা-মবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥

(ধান্য) ধান লইয়া বলিবে—

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্ত মুকথিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥

(ঘট) ঘট ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতে মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি ॥

(জল) জল ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদন-মা সীদ ॥

(ফল) ফল ধরিয়া বলিবে—

ওঁ যা ফলানীয়া অফলাং অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বং হসঃ ॥

(স্থিরীকরণ)

ওঁ স্থিরোভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥

ঘটস্থাপন বিধি।

[যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র]

(ভূমি) অর্থাৎ মৃত্তিকা ধরিয়া বলিবে—

ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বাধরা বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুংহ পৃথিবীং মা হিগুংসীঃ ॥

(ধান্য) ধান্য লইয়া বলিবে—

ওঁ ধান্যমসি. ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং ॥

(ঘট) ঘট ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ আ জিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা

নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম্মা-বিশতাদ্রয়িঃ ॥

(জল) জল ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋত-সদনমসি। বরুণস্য ঋতসদন-মা সীদ ॥

(পল্লব) পল্লব ধরিয়া বলিবে—

ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥

(ফল) ফল ধরিয়া বলিবে—

ওঁ যাঃ ফলিণীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা স্তা নো মুঞ্চন্ত্ব, গুংহসঃ ॥

(স্থিরীকরণ)—

ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষ বাহনঃ ॥

(সিন্দূর) সিন্দূর লইয়া বলিবে—

ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্ব প্বার্শ্বে, মানঃ ॥

(পুষ্প) পুষ্প ধরিয়া বলিবে—

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যারহোরাত্রে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বি-নৌব্যাত্তং। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ ॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ সর্ব্বতীর্থোৎদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব-সমন্বিতং।
ইমং ঘটং সামারুহ্য তিষ্ঠদেবগণৈঃ সহ॥

উপচার। তিন প্রকার সাধারণতঃ ব্যবহার হয়।

(ক) পঞ্চোপচার—(১) গন্ধ। (২) পুষ্প। (৩) ধূপ। (৪) দীপ। (৫) নৈবেদ্য।

(খ) দশোপচার—(১) পাদ্য। (২) অর্ঘ্য। (৩) আচমনীয়। (৪) মধুপর্ক বা স্নানীয় জল। (৫) গন্ধ। (৬) পুষ্প। (৭) ধূপ। (৮) দীপ। (৯) নৈবেদ্য। (১০) বন্দনা।

(গ) ষোড়শোপচার—(১) আসন। (রজতাসনাদি)। (২) স্বাগত। (কৃতাঞ্জলি হইয়া—"অমুকদেবতে স্বাগতং তে" এই বাক্য)। (৩) পাদ্য। (জল)। (৪) অর্ঘ্য (দূর্ব্বা, আতপ-তণ্ডুল, গন্ধ, পুষ্প, জল)। (৫) আচমনীয় (জল)। (৬) মধুপর্ক (দধি, মধু, ঘৃত, চিনি অভাবে ইক্ষু গুড় ও জল—কাংস্যপাত্রস্থ)। (৭) আচমনীয়। (৮) স্নানীয় জল। (৯) বস্ত্র (ভিজা বস্ত্র নিষিদ্ধ)। (১০) আভরণ (রজতা-ভরণাদি)। (১১) গন্ধ। (১২) পুষ্প। (১৩) ধূপ। (১৪) দীপ। (১৫) নৈবেদ্য। (১৬) বন্দনা।

বিশেষ। স্নান, বস্ত্র ও নৈবেদ্যের পর আচমনীয় দিবে।

উপচার দিবার বিধি। পূজা স্থানে আছে।

পুষ্প ও বিল্বপত্র দিবার বিশেষ বিধি।—তুলসী চিৎভাবে ও বিল্বপত্র উপুড় করিয়া দিবে। পুষ্প যেভাবে গাছে ফুটিয়া থাকে, সেইভাবে প্রদান করিবে। বাসি ফুলে পূজা হয় না—কিন্তু পদ্ম, বকপুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র ও দূর্ব্বা বাসি হইলেও চলে।

অতিরিক্ত। (ক) পূজা করিতে করিতে হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, নিদ্রাভিভূত হইলে, অসির বস্ত্র ছুঁইলে, ঢেকুর তুলিলে, নাভির নিম্ন অঙ্গ ছুঁইলে, চোখের জল পড়িলে পুনর্ব্বার আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণ ছুঁইয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে। কারণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণে প্রভাসাদি তীর্থ ও গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ সকল বাস করেন।

"প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥"

(খ) স্ত্রী ও শূদ্র "স্বাহা বষটের" স্থানে নমঃ বলিবে।

ধূপ ও দীপ দিবার বিধি। মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জ্বালাইবে, তাহার পর নিভাইয়া ধূপের ধোঁয়া দিবে। দীপের শিখা নিভাইতে হইবে না। উৎসর্গের পর বামদিকে রাখিবে।

সত্য-ব্রত।

— পূজা খণ্ড —

প্রথম ভাগ।

আচমন।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ, ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥

বিষ্ণুস্মরণ।—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং। নারায়ণং নমস্কৃত্য, সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ শঙ্খ-চক্রধরং দেবং দ্বিভুজং পীত-বাসসং। প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্র পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিং।

ভাবার্থ—"যিনি সমুদয়ের মঙ্গলজনক পদার্থের শুভকর, অভীষ্টলাভের উপাস্য, অভীষ্ট দাতা, মঙ্গলময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সমুদয় কর্ম্ম করিবে।"

সকল কর্ম্মের আগে, ব্রাহ্মণাদি সকল ব্যক্তি শঙ্খ-চক্রধারী, দ্বিভুজ, পীতাম্বর ধারী, বিশ্বব্যাপী, সমস্ত পাপহারী পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিবে।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।

ভাবার্থ—শরীর ও মঁন, এই দুইটীর মধ্যে একটিতে অশুচি (অপবিত্র) ও অপরটীতে (শুচি) পবিত্র হইয়া কিম্বা দুই অশুচি (অপবিত্র) অবস্থায় যে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সে শরীর ও মনে বাহ্ ও আভ্যন্তরের সঙ্গে শুদ্ধ (পবিত্র) হইয়া থাকে।

মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেসু মাধবঃ। ওঁ নমঃ শ্রীমাধবায় নমঃ।

ভাবার্থ—সাধক ব্যক্তিদিগের কথায় মাধব, বক্ষে মাধব, এমনি সমস্ত কার্য্যেই সাধুরা মাধব নাম স্মরণ করিয়া থাকেন।

পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি

শ্বেতপুষ্প অধিক পরিমাণে, জবা, রক্তকরবী, দূর্ব্বা, কুশ, বিল্বপত্র তুলসীপত্র, আতপ তণ্ডুল ও হরীতকী ও ফুলের মালা ৭ ছড়া অভাবে ১ ছড়া।

নৈবেদ্য—পঞ্চদেবতার পাঁচখানি। নারায়ণের জলপানি একখানি, সত্যনারায়ণের মূল নৈবেদ্য ৵১৷৹ অথবা ।৵৹ পাঁচ ছটাক চিনি অভাবে আতপ তণ্ডুল ও উপকরণাদি, অর্থাৎ ফলমূল।

সিরণী (পাকা)—ইক্ষু অথবা খাড় গুড় বা দেশী চিনি ৵১৷৹ পাঁচ পোয়া, গোধূমচুর্ণ ৵১৷৹ পাঁচপোয়া, দুগ্ধ (জল মিশ্রিত নহে) ৵১৷৹ পাঁচ পোয়া। রম্ভা একুশটী কাঁঠালি অসমর্থ হইলে পাঁচটি করিয়া দিবে। সঙ্গতিপন্নেরা দুগ্ধের বদলে ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা, নারিকেলকোরা ইত্যাদি দিতে পারেন।

সিরণী (কাঁচা)—বাতাসা ৴১৷৹ অভাবে ।৴৹ ছটাক সন্দেশ বা মুণ্ডী ৴১৷৹ অভাবে ।৴৹ ছটাক।

মোকাম বিধি। চৌকির উপর আলপনা দিয়া শুভ্র বস্ত্র পাতিবে। চারিকোণে মাটি দিয়া তিরকাটি পুঁতিয়া ৩ পাক বা ৭ পাক সূতা দিয়া ঘিরিবে, চৌকির উপর চারি কোণে ও মধ্যস্থলে, পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি, পাঁচখানি বাতাসা, পাঁচটি মুণ্ডী বা সন্দেশ, পাঁচটি কলা, (কেহ কেহ একটিও দিয়া থাকে) একছড়া ফুলের মালা দিয়া মোকাম সাজাইতে হয়—পানের বোঁটাগুলি উপর দিকে থাকিবে, অর্থাৎ কোলের দিকে নয়।

ঘট বিধি—পিতলের বা তাঁমার ঘটই প্রশস্ত, ঘট জল পূর্ণ করিয়া ঘটের মুখে দুইটী পান, একটি রম্ভা দিয়া চৌকির সম্মুখে মাটীর উপর আলপনা দিয়া বসাইবে। ঘট মধ্যে একটী হরীতকী দিবে। পূজা শেষে—যাহার নামে সঙ্কল্প হইবে, তিনি মাথায় করিয়া চৌকির মধ্যস্থলে বসাইবেন।

বিশেষ বিধি।—মধ্যের মোকাম যাহার নামে পূজা হইবে তাঁহার; অন্যগুলির মধ্যে যিনি পূজা করিবেন, তাঁহার একটি ও অন্য তিনটি তিনজন ব্রাহ্মণের। চৌকি রাত্রে তুলিতে নাই।

পালন বিধি।—যাহার নামে পূজা হইবে তাঁহাকে পূর্ব্বদিবস নিরামিষ খাইতে হয়, পর দিবস যে পর্য্যন্ত পূজা না হয় সেই পর্য্যন্ত উপবাস থাকিতে হয়। পূজার পর সিন্নি মুখে দিয়া অন্ন ও মাছ ব্যতীত সমস্ত খাইতে আছে। দোকানের লুচি বা পরোটা খাইতে নাই।

আহারাদি করিয়া নারায়ণ পূজা করিতে নাই। যিনি পূজা করিবেন, তাঁহাকে ঐরূপ পূর্ব্ব দিবসে নিরামিষ খাইতে হইবে।

পূজার দিবস তৈল মাখিতে বা খাইতে নাই।

স্বস্তিবচন।—ওঁকর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত কর্ম্মনি ওঁ পূণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ভবন্তো ব্রুবন্তু, ভবন্তো ব্রুবন্তু। (পুরোহিত বলিবেন ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং)। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত কর্ম্মনি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ভবন্তো ব্রুবন্তু, ভবন্তো ব্রুবন্তু। (পুরোহিত বলিবেন ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।)

কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত কর্ম্মনি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ভবন্তো ব্রুবন্তু, ভবন্তো ব্রুবন্তু (পুরোহিত বলিবেন ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং, ওঁ ঋধ্যতাং)

ভাবার্থ।—সত্যনারায়ণ ব্রতকার্য্যে আপনারা আমার শুভদিন বলুন। আমার এই সত্যনারায়ণ পূজার কার্য্যে আপনারা মঙ্গল বলুন। আমার সত্যনারায়ণ পূজা কার্য্যে আপনারা অভ্যুদয় বলুন।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি মন্বার ভামহে, আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ওঁ, ওঁ স্বস্তি ওঁ, ওঁ স্বস্তি ওঁ॥ (আতপ চাউল ছড়াইয়া ঘণ্টা বাজাইবে)

সাক্ষ্যমন্ত্র।—সূর্য্যঃ সোম যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপাঃ পবনোদিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরা মরাঃ ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।

ভাবার্থ।—"রবি, শশী, যম, অখণ্ডকাল, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত, দিন, রাত্রি-দিকপাল,

বায়ু, ভূমি অখণ্ড আকাশ, শূন্যে ভ্রমণকারী দেবতারা, ব্রহ্মার আদেশ মত আমার এই পূজায় উপস্থিত হউন।"

সঙ্কল্প।—দক্ষিণ জানু পাতিয়া, উত্তর মুখে বসিয়া বাম হস্তে কোশা ধরিয়া তার মধ্যে হরিতকী তুলসী পত্র ও ত্রিপত্র দিয়া বলিবে।

বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ,অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তি সৌভাগ্য-বর্দ্ধন মনোগতাভীষ্ট সিদ্ধি পূর্ব্বক শ্রীসত্যদেবস্য প্রসাদ লাভার্থং স্কন্দ পুরাণীয় রেবাখণ্ডোক্ত শ্রীসত্যদেব পূজন কথা শ্রবণ রূপ ব্রতমহং করিষ্যে।"(পরার্থে অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা এইরূপ নিজ নাম আগে বলিয়া পরে অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণ বলিবে, এবং (করিষ্যে) স্থলে "করিষ্যামি" বলিবে) তাহার পর কোশার জল ঈশান কোণে ফেলিয়া, কোশাটী উপুড় করিয়া দিবে, এবং তার উপর তণ্ডুল ছড়াইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে নিম্নলিখিত স্ব স্ব বেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে।

সামবেদীয় সঙ্কল্প সূক্ত।—ওঁ দেবো বো দ্রবিনোদাঃ, পূর্ণং বিবষ্ট্যাসিচং উদ্বাসিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদবো দেবওহতে॥

ভাবার্থ।—ধনদাতা অগ্নিদেব তোমাদের পূর্ণ আহুতি কামনা করেন। অতএব ঘৃত দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া অগ্নিদেবকে প্রদান কর। তাহা হইলে অগ্নিদেব তোমাদিগকে অভিষ্ট প্রদান করিবেন।

যজুর্ব্বেদীয় সংকল্প সূক্ত।—ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর মুদেতি দৈবং, তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু। (পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে)

ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মানি সিদ্ধিরস্তু। (পুরোহিত) **ওঁ অস্তু। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু** (পুরোহিত বলিবেন) **ওঁ ভবতু।**

ভাবার্থ।—যাহা জাগরিত ব্যক্তির দূরে গমন করে। যাহা নিদ্রিত ব্যক্তির সেইরূপই নিকটে আসে। যাহা আত্মায় অবস্থিত। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দূরগামী এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের একমাত্র প্রবর্ত্তক, সেই আমার মন ধর্ম্ম চিন্তা পরায়ণ হউক।

• **ঋগ্বেদীয় সঙ্কল্প সূক্ত।—ওঁ যা গুংগূর্য্যাসিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী, ইন্দ্রানীংহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥**

ভাবার্থ।—কুহূ ও সিনীবালী নামক অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রি দেবতা ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রি দেবী সরস্বতী ইঁহাদের আবাহন করি। আমার রক্ষার জন্য ইন্দ্রপত্নীকে আবাহন করি এবং আমার মঙ্গলের জন্য বরুণ পত্নীকে আবাহন করি।

সাধারণ আচমন ও বিশেষ অর্ঘ্যদান।—ভূমিতে, ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা পুষ্প লইয়া বা তণ্ডুল দ্বারা পূজা করিবে।

ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। (জলে) **ওঁ মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ অং সূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ।** (বলিয়া জলে পূজা করিবে ও সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে)।

বৈষ্ণব আচমন।—ওঁ কেশবায় নমঃ ওঁ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ, ওঁ মাধবায় নমঃ ওঁ॥

হস্ত প্রক্ষালন।—ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ওঁ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ওঁ॥

ওষ্ঠ মার্জ্জন।—(অঙ্গুষ্ঠের মূল দিয়া) ওঁ মধুসূদনায় নমঃ ওঁ। ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ওঁ॥

মুখমার্জ্জন।—(তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা) ওঁ বামনায় নমঃ ওঁ। ওঁ শ্রীধরায় নমঃ ওঁ।

হস্তদ্বয় প্রক্ষালন।—ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ওঁ।

পদে জল প্রেক্ষণ।—(দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া বাম হস্তে, দক্ষিণ হস্তে ও পদে ছিটাইবে)। ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ওঁ।

মস্তকে প্রেক্ষণ।—(ঐরূপে) ওঁ দামোদরায় নমঃ ওঁ॥

মুখ স্পর্শ।—(তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা) ওঁ সঙ্কর্ষনায় নমঃ ওঁ।

দক্ষিণ নাসা স্পর্শ।—(অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা) ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ওঁ।

বাম নাসা স্পর্শ।—(ঐ ভাবে) ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ ওঁ।

দক্ষিণনেত্র স্পর্শ।—(অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা) ওঁ অনি-রুদ্ধায় নমঃ ওঁ।

বাম নেত্র স্পর্শ।—(ঐ ভাবে) ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ওঁ।

দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ।—(ঐ ভাবে) ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ ওঁ।

বাম কর্ণ স্পর্শ।—(ঐ ভাবে)ওঁ নৃসিংহায় নমঃ ওঁ।

নাভি স্পর্শ।—(অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার দ্বারা) ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ওঁ।

হৃদয় স্পর্শ।—(করতল দ্বারা) ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ ওঁ।

মস্তক স্পর্শ।—(সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা) ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ ওঁ।

দক্ষিণ বাহুর মূল স্পর্শ।—(সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা) ওঁ হরয়ে নমঃ ওঁ।

বাম বাহুর মূল স্পর্শ।—(ঐ ভাবে) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ওঁ।

সামান্য অর্ঘ্য।—ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার বাহিরে গোলাকার এবং তাহারও বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপর "ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ।" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া "ফট্" মন্ত্রে কোশা ধুইয়া ঐ মণ্ডলের উপর রাখিবে, এবং "নমঃ" বলিয়া জল পূর্ণ করিবে, এবং অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে।
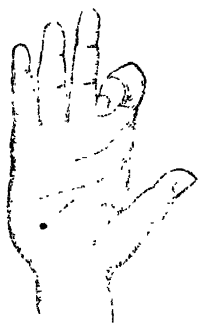
জল শুদ্ধি।—অঙ্কুশ মুদ্রার দ্বারা, নখ স্পর্শ না করিয়া জলেতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সোজা করিবে, তর্জ্জনী, অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যমাতে মিলাইয়া তাহার অগ্র কিঞ্চিত বক্র করিবে।

মন্ত্র ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
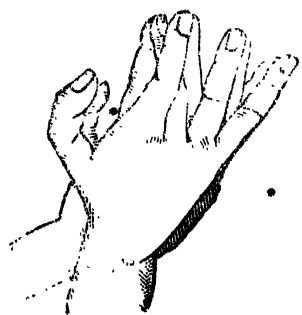
তাহার পর জলে গন্ধ পুষ্প তুলসী দিবে ও ধেনু মুদ্রা দেখাইবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা বাম হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে বাম হস্তের তর্জ্জনী অনামিকাতে সংযোগ করিবে।
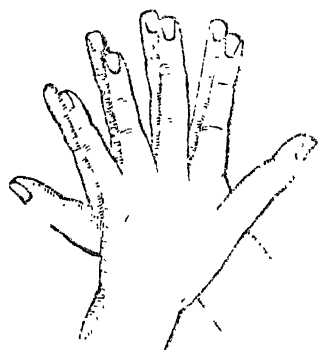
তাহার পর **"মৎস্য মুদ্রা"** দ্বারা জল আচ্ছাদন করিয়া **"ওঁ"** মন্ত্র দশ বার জপ করিবে। এই জল পূজার দ্রব্যে ছিটাইয়া দিবে। দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে বাম হস্তের তল ঠিক সমভাবে সংলগ্ন করিয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় নাড়িবে।

আসন শুদ্ধি।—আসনের নীচে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া হ্রীং আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। (বলিয়া আসনে পুষ্প দিবে। আসন বাম হস্তে ধরিয়া বলিবে।)

ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি-ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং।

ভাবার্থ।—হে পৃথ্বি (পৃথিবী) তুমি তোমার আকর্ষণী শক্তি দ্বারা সমুদয় ভুবনকে ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! বিষ্ণু যেমন অনন্ত রূপে নিজের মাথায় তোমাকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ সর্ব্ব সময়ে আমায় ধারণ কর এবং আমার আসনকে পবিত্র ও পূত কর।

গুরু প্রণাম।—(বামে) **ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ, ওঁ, পরম গুরুভ্যো নমঃ ওঁ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ ওঁ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ ওঁ।** (দক্ষিণে) **ওঁ গং গণেশায় নমঃ ওঁ॥** (সম্মুখে) **ওঁ শ্রীসত্য-নারায়ণায় নমঃ।**

পুষ্প শুদ্ধি।—ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে, সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্প চয়াবিকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা ॥

(একটী পুষ্প লইয়া) "ঐং বং অস্ত্রায় ফট্" (বলিয়া দুইবার পেষণ পূর্ব্বক বাম দিকে ফেলিয়া দিবে।

ভূতাপসারণ।—দক্ষিণ হস্তে কতকগুলি আতপ তণ্ডুল লইয়া "নারাচ মুদ্রা" দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া ছড়াইবে। (৫৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ও তর্জ্জনী একত্র করিবে, মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা, করতলের উর্দ্ধ রেখার সহিত বক্র করিয়া রাখিবে।

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞায়া ॥

দিগ্ বন্ধন।—তাহার পর তিনবার ভূমিতে পদাঘাত করিয়া মস্তকের উপর তিনবার "ফট্" মন্ত্রে তালি দিবে।

ভূত শুদ্ধি।—(দুইনাক টিপিয়া) ওঁ ভূত শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা। ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেনমূল-শৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং, হং সঃ স্বাহা ॥

ঘণ্টাশুদ্ধি।—ওঁ জয়ধ্বনী মন্ত্র মাতঃ স্বাহা। (৩ বার জলের ছিটা দিবে, হাতে করিয়া নহে ত্রিপত্র দ্বারা)। অথবা বিল্বপত্র।

প্রাণায়াম।—৪।১৬।৮ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাক টিপিয়া বাম নাক দিয়া বায়ু আকর্ষণ করতঃ বাম হস্তে ৪ বার "ওঁ" জপ করিবে। তাহার পর অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর দ্বারা বাম নাক টিপিয়া শ্বাস রোধ করিয়া ষোল বার "ওঁ" জপ করিবে। পরে ডান নাক

দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে ৮ বার "ওঁ" জপ করিবে। এইরূপে দ্বিতীয় বারে অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাক টিপিয়া ডান নাক দিয়া বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ৪ বার "ওঁ" জপ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান নাক টিপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করতঃ ১৬ বার "ওঁ" জপ করিবে। পরে বাম নাক ছাড়িয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ৮ বার "ওঁ" জপ করিবে।

তৃতীয় বারে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ডান নাক টিপিয়া বাম নাক দিয়া বায়ু টানিতে টানিতে ৪ বার "ওঁ" জপ করিবে। তাহার পর অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাক টিপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ১৬ বার "ওঁ" জপ করিবে। তারপর ডান নাক ছাড়িয়া দিয়া ৮ বার "ওঁ" জপ করিবে।

করন্যাস —উভয় তর্জ্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া **"সাং অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ"** বলিবে উভয় অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া **"সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা"** বলিবে। উভয় অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিয়া **"সুং মধ্যমাভ্যাং বষট"** বলিবে। উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিয়া **"সৈং অনামিকাভ্যাং হুং"** বলিবে। উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া **"সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট"** বলিবে। তাহার পর উভয় করের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করতলে মধ্যমা ও তর্জ্জনীর দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া **"সঃ অস্ত্রায় ফট।"** বলিবে।

অঙ্গন্যাস।—(তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া) **ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ।**

(মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া) **ওঁ সীং শিরসে স্বাহা।**

•(অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা • শিখা স্পর্শ করিয়া) ওঁ স্যূং শিখায়ৈ বষট

(তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ডান চক্ষু ও বাম চক্ষু স্পর্শ করিয়া) ওঁ সৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট (বলিবে)।

(দশ অঙ্গুলীর দ্বারা দুই বাহু জাপটাইয়া ধরিয়া) ওঁ সৈং কবচায় হুঁ।

তাহার পর উভয় করের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শ পূর্ব্বক দক্ষিণ করতলে মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া) ওঁ অস্ত্রায় ফট (বলিবে)।

গন্ধাদির অর্চ্চনা।—ওঁ বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ ওঁ (তিনবার বলিয়া জলের ছিটা দিবে। (বাম হাতের তলে দক্ষিণ হাত রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা) ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ ওঁ।

পঞ্চদেবতার পূজা।—একটি পুষ্প, কূর্ম্ম মুদ্রার মধ্যে লইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে ধ্যান করিবে।

গণেশ পূজা
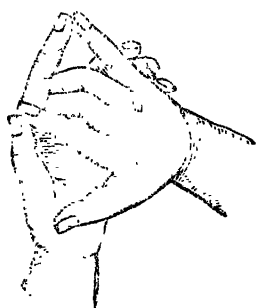
বাঁ হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে ডান হাতের তর্জ্জনী ও বাঁ হাতের

তর্জ্জনীতে ডান হাতের কনিষ্ঠা যোগ করিবে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঁচু করিবে, এবং মধ্যমা ও অনামিকা বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ভিতর দিয়া বাঁকা করিয়া দিবে, এবং বাঁ হাতের মধ্যমাও অনামিকা এবং কনিষ্ঠা ডান হাতের উপরে অর্থাৎ কোলের দিকে বাঁকা করিয়া রাখিবে, এবং কূর্ম্ম পৃষ্ঠের অর্থাৎ কচ্ছপের ন্যায় ডান হাত করিবে।

ধ্যান মন্ত্র ঃ—ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলং। দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈ, সিন্দুর শোভাকরং বন্দে শৈলসূতা সুতং গণপতিং, সিদ্ধিপ্রদং কামদং।

ভাবার্থ—"যিনি বেঁটে ও মোটা, যাঁর হাতির মুখের মত মুখ, যিনি সুন্দর ও লম্বোদর (মস্ত ভূড়ী) ক্ষরিত মদের গন্ধে উন্মত্ত (পাগল) ভ্রমর সকল যাঁহার গণ্ডস্থলকে ব্যাকুল করিতেছে, যিনি দন্তের দ্বারা শত্রুদিগকে চিরিয়া, সেই রক্তে সিন্দুরের ন্যায় শোভা ধারণ করেন, সেই পার্ব্বতী-পুত্র, সিদ্ধিদাতা, অভীষ্ঠপ্রদ গণপতিকে বন্দনা করি।"

পূজা—(বাঁ হাতের তলায় ডান হাত রাখিয়া কনিষ্ঠার অগ্রভাগে চন্দন লইয়া, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বলিবে, **ওঁ এষ গন্ধ ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।**

(তাহার পর ঐরূপ বাঁ হাতের তলায় ডান হাত রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া) **ওঁএতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।**

(ঐরূপ হাতের তলায় হাত রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা লইয়া) **ওঁ এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।**

(মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে ধূপ রাখিয়া, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া জ্বালাইয়া নিভাইবে, এবং ধুম (ধোঁয়া) উৎসর্গ করিবে) **এষ ধূপ ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।**

(আবার কেহ কেহ বলেন) **এষ ধূপ শিখা ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।**

(তাহার পর দেবতার বাম দিকে আধারে রাখিবে। মৃত্তিকাতে রাখিতে নাই, ফল মূলের উপর রাখিবে) (ধূপের ন্যায় দীপ ও জ্বালাইয়া) **এষ দীপ ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।**

(আবার কেহ কেহ বলেন) **এষ দীপ শিখা ওঁ গণপতয়ে নমঃ।**

উৎসর্গের পর দেবতার বাম দিকে ঐ রূপ ফল মূল বা আধারে রাখিবে।

এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।

(চাউল হইলে ডানদিকে রাখিবে। পক্ক অর্থাৎ ভাত হইলে বাম দিকে রাখিবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার নৈবেদ্য সম্মুখে ও রাখা যায়। তবে বিনা উপকরণে দিতে নাই; উপকরণ না পাইলে একটু গঙ্গাজল দিয়া বলিবে **"সোপকরণ"**

ইদং পানার্থ গঙ্গোদকং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ (এই বলিয়া একটু জল দিবে)

ইদং আচমনীয়োদকং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ। (একটু জল দিবে)

এতৎ তাম্বূলং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ। (পান থাকিলে পানে

একটু জলের ছিটা দিবে, অভাবে এতৎ তাম্বুলার্থে গঙ্গোদকং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ পুনরাচমনার্থ গঙ্গোদকং ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ

প্রার্থনা মন্ত্র—(হাত জোড় করিয়া বলিবে)

দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥

বাঙ্গলা অর্থ—দেবতার অধিশ্বর, ইন্দ্রের মাথার মন্দার ফুলের মধুকণায়, যাহা রক্তবর্ণ হইয়াছে, সেই গণেশের পাদ-পদ্ম রেণু সকল বিঘ্ন হরণ করুন।

প্রণাম মন্ত্র।—ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং।
বিঘ্ননাশ করং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহং॥

সূর্য্য পূজা ঃ—ধ্যান (পূর্ব্বরূপ কূর্ম্মমুদ্রার মধ্যে ফুল লইয়া)

রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতা-মধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়া ভয়বরান্ দধতং-করাব্জৈঃ
মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং॥

অর্থঃ—"লাল পদ্ম যার আসন, যিনি সমস্ত সর্ব্ববিধ গুণের আধার যিনি সমস্ত জগতের অধিপতি, তাহাকে আমি ভজনা করি। যিনি পদ্মের ন্যায় চারিহাতে অভয় বর ও দুইটী পদ্ম ধরিয়া আছেন, পদ্মরাগ মণি যাহার মুকুটে রহিয়াছে, যার রক্তবর্ণ দেহ সেই সূর্য্যদেবকে আমি আরাধনা করি॥"

পূজা—(বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া) (কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগে চন্দন লইয়া অঙ্গুষ্ঠযোগে) এষঃ গন্ধ ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

(অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া)

এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

(মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া জ্বালাইবে এবং পরে নিভাইয়া) এষ ধূপ ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

(বামদিকে পূর্ব্ব কথিত মত রাখিবে) (ধূপের ন্যায় দীপ ও জ্বালাইয়া) এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

(ডানদিকে গণেশ পূজার ন্যায় রাখিবে)।

এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ এতেভ্যঃ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইদং পানার্থে গঙ্গোদকং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইদং আচমনীয়োদকং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ তাম্বুলং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

পুনরাচমনার্থে গঙ্গোদকং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

প্রণাম।—ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

অর্থ—জবা ফুলের ন্যায় যাহার বর্ণ, কশ্যপপুত্র মহাতেজশালী, অন্ধকার দূরকারক, সমস্ত পাপ বিনাশনকারী সেই সূর্য্যকে আমি প্রণাম করি॥

বিষ্ণুপূজা—ধ্যান—(কূর্ম্মমুদ্রার মধ্যে পুষ্প লইয়া পূর্ব্ববৎ)।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময়-বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

অর্থ—পদ্ম ও গদাস্ত্র ধরিয়া সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে জ্যোতিঃরূপে যিনি রহিয়াছেন যাঁহার হস্তে বাজু, কর্ণে মকর চিহ্নিত কুণ্ডল, মাথায়

মুকুট, বক্ষে হার শোভা পাইতেছে, যাহার স্বর্ণের মত উজ্জ্বল মূর্ত্তি, ও শঙ্খ চক্রধারী তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥

পূজা—(বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কনিষ্ঠার অগ্রভাগে চন্দন লইয়া অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে)

এষ গন্ধ ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।

(অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা ধরিয়া) এতৎ সচন্দন তুলসীপত্র ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।

এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।

(ধূপ পূর্ব্বের ন্যায় জ্বালাইয়া) এষ ধূপ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ

(দীপ ও পূর্ব্ববৎ) এষ দীপ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।

(ডান দিকে রাখিবে)।

এতৎ সোপকরণামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ওঁ ইদং পানার্থ গঙ্গোদকং শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইদং আচমনায়োদকং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ তাম্বুলং ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। পুনরাচমনার্থ গঙ্গোদকং শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

প্রার্থনা মন্ত্র।—পাপোঽহং পাপ কর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপ সম্ভবঃ। ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্ব্বপাপ হরোহরি॥ নমঃ কমল নেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। অশেষ ক্লেশ নাশায় লক্ষ্মী-কান্ত নমোঽস্তুতে ॥

অর্থ—"পূর্ব্বে বহু পাপ করিয়াছি, আমি পাপে ভরা, এখনও পাপ করিতেছি; পাপেই আমার সর্ব্বদা মতি, পাপ করিবার জন্যই আমার জন্ম, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমায় সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা কর। আমার সর্ব্ববিধ পাপ হরণ কর। পাপ হরণ কর বলিয়া তোমার নাম হরি ॥

হে অশেষ দুঃখ বিনাশন, কমল লোচন পরমাত্মা হরি তোমায় প্রণাম করি। হে লক্ষীর আরাধ্য দেবতা তোমায় প্রণাম করি॥"

করযোড়ে।—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণবিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

অর্থ—"হরি মুরারি, মধুকৈটভ রিপু, হে গোপাল গোবিন্দ, হে মুকুন্দ, হে শৌরি, যজ্ঞেশ্বর, নারায়ণ, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণু, হে জগদীশ্বর আমি নিরাশ্রয় আমায় রক্ষা কর॥"

প্রণাম মন্ত্র।—নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অর্থ—"যিনি বেদের অধিপতি, গো ব্রাহ্মণদিগের ও জগতের হিতকারী, সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করি॥"

শিবপূজা—(কূর্ম্মমুদ্রার মধ্যে পুষ্প লইয়া)

ধ্যান—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নং॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

অর্থ—"নিত্য মহেশকে এইরূপে ধ্যান করিবে—রজত গিরির মত যাহার বর্ণ, সুন্দর শশধর যাহার মাথার ভূষণ, রত্নময় সাজে যার দেহ উজ্জ্বল, যাহার বাম হস্তদ্বয়ে টাঙ্গি ও মৃগ মুদ্রা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও ভয় উভয় মুদ্রা, যিনি পদ্মাসনে প্রসন্নমূর্ত্তিতে উপবিষ্ট, যাহার চারিধারে দেবতারা স্তব করিতেছেন, যাহার ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান, যিনি জগতের

প্রথম জগতের কারণ ও সমস্ত ভয় বিনাশনকারী, যাহার পাঁচটী বদন ও পনেরটী নয়ন। তাঁহাকে ভাবনা করিবে।'

(তাহার পর বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া ও পুর্ব্ববৎ পুজা করিবে)।

পূজা ঃ—এষ গন্ধ ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

এতৎ সচন্দন পুষ্পং—ওঁ হৌঃ নমঃ শিবায়।

এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

এস ধুপ—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

এষ দীপঃ— ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং— ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

ইদং পানার্থে গঙ্গোদকং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

ইদমাচমনীয়ং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

এতৎ তাম্বুলং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

"পরে"—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।

দশবার জপ করিয়া বলিবে।

ওঁ গুহ্যাদিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥

(একটু জল শিবের দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ্যে দিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা গাল বাজাইয়া "বম্ বম্" শব্দ করিবে)।

প্রণাম মন্ত্র।—নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়-হে-তবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥
ওঁ নমস্তে ত্বাং মহাদেব, লোকানাং গুরুমীশ্বরং।
পূং সামপূর্ণ-কামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপং ॥

অর্থ—হে শিব তোমায় নমস্কার, মঙ্গলকর, পরমেশ্বর তুমি শান্ত সত্ব, রজঃ তমঃ, তোমাকে আমার আত্মা সমর্পণ করিতেছি তুমিই আমার একমাত্র গতি বা উপায়। হে দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি সকলের গুরু ও ঈশ্বর, যাদের কামনা পূর্ণ হয় না তাহাদের কামনা পুরাইতে তুমিই একমাত্র কল্পতরু স্বরূপ; তোমাকে আমি প্রণাম করি॥

দুর্গা পূজা—(পূর্ব্ববৎ কূর্ম্মমুদ্রায় ফুল লইয়া)

ধ্যান।—সিংহ স্কন্ধাধিসংরূঢ়া নানালঙ্কার ভূষিতাং।
দশভুজাং মহাদেবীং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
নবযৌবন সম্পন্নাং ভ্রুকুটী কুটিলাননাং।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ড নায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাং॥

অর্থ—"যিনি সিংহের স্কন্ধে চড়িয়া, নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা, দশহস্তা মহতী দেবশক্তি সম্পনা মহিষাসুর নাশিনী। যিনি নবযৌবনী ভ্রূভঙ্গী দ্বারা যাহার মুখমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডের নায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপী ও অতি চণ্ডিকা এই আট শক্তি দ্বারা যিনি সর্ব্বদা বেষ্টিত, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী দেবীকে সর্ব্বদা এই মতে ধ্যান করিবে।"

(পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে)

পূজা—এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ সচন্দন পুষ্পং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ ধূপ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ ইদং পানার্থ গঙ্গোদকং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ইদমাচমনীয়ং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ তাম্বুলং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

এষঃ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি।—

ওঁ আয়ুর্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহিমে।
পুত্রান দেহি, ধনং দেহি, সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহিমে।
দুর্গোত্তারিনি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ নিবারিণি।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদাভব!
কালি কালি মহাকালি, কালিকে পাপ হারিণি।
ধর্ম্মকাম প্রদে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে

অর্থ—"আমায় আয়ু দাও, যশ দাও সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন দাও,—হে ভগবতী আমায় সকল অভীষ্ট প্রদান কর। হে সর্ব্ব অমঙ্গল নাশিনী, হে বিপদ উদ্ধারিণী, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষদায়িণী দুর্গে, দেবী সর্ব্বদা আমায় বর দাও। হে কালি, হে কালি, হে মহাকালি, হে কালিকে, হে পাপ বিমোচনকারিণী হে ধর্ম্ম কাম প্রদায়িণী, হে দেবি, হে নারায়ণি তোমায় প্রণাম করি।"

প্রণাম মন্ত্র—ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে॥

অর্থ—"হে মঙ্গলময়ী,মঙ্গলকারিণি—সর্ব্বকার্য্যে শুভাশুভ ফলদায়িণী, হে শরণাগত বৎসলে, ত্রিনয়ণি, গৌর বর্ণা, হে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণী তোমায় প্রণাম করি।"

আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা—(পূর্ব্ববৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ফুল লইয়া). এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।

এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক পালেভ্যো নমঃ ওঁ এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

(প্রণবের দ্বারা প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাস,করন্যাস করিয়া সত্যনারায়ণের ধ্যান করিবে। পূর্ব্ববৎ কূর্ম্মমুদ্রার মধ্যে শ্বেত পুষ্প লইয়া।

সত্যনারায়ণের ধ্যান। ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়ং
সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং কৌস্তভাভরণং হরিম্।
পীতাম্বরং শুক্লবর্ণ, শ্রীবৎস পদ ভূষিতম্
গোবিন্দং গোকুলানন্দং ব্রহ্মদ্যৈরভি পূজিতম্॥

নিজের হস্তস্থিত পুষ্প মস্তকে রাখিয়া মানস পূজা করিবে। পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন মন্ত্র।—বামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তার উপর পানি শঙ্খ রাখিয়া, বিলোম মাতৃকা উচ্চারণ করিয়া জল দিবে।

ক্ষং, লং, হং, সং, ষং, শং, বং, লং, রং, যং, মং, ভং, বং, ফং, পং, নং, ধং, দং, থং, তং, ণং, ঢং, ডং, ঠং, টং, ঞং, ঝং, জং, ছং, চং, ঙং, ঘং, গং, খং, কং, অঃ, অং, ঔং, ওং, ঐং, এং, ৡং, ঌং, ৠং, ঋং, ঊং, উং, ঈং, ইং, আং, অং।

মূল মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার জল দিবে। নমঃ বলিয়া শঙ্খের অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। এবং সেই অর্ঘ্য মূল পূজায় তুলিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে।

মং দশকলাব্যাপ্ত বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ বলিয়া (পানি শঙ্খের ত্রিপদিকায়) গন্ধ পুষ্প দিবে। আং দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ (বলিয়া শঙ্খে গন্ধ পুষ্প দিবে)। উং ষোড়োশ-কলাব্যাপ্ত-চন্দ্র

মণ্ডলায় নমঃ (বলিয়া জলে গন্ধ পুষ্প দিবে)' তারপর ত্রিপত্র দ্বারা পানি শঙ্খের জল স্পর্শ করিয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু। (বলিবে)

অঙ্গন্যাস।—তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া সাং হৃদয়ায় নমঃ। মধ্যমা ও তর্জ্জনীর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া সিং শিরসে স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিয়া সুং শিখায়ৈ বষট। দুই হস্তের দশাঙ্গুলির দ্বারা দুই বাহু ধরিয়া সৈং কবচায় হুং। মধ্যমাও অনামিকার দ্বারা যথা পর পর দুইটী চক্ষু স্পর্শ করিয়া বলিবে সৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট। দক্ষিণ করতলের মধ্যমা ও তর্জ্জনীর দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া বলিবে সঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

করন্যাস।—(উভয় তর্জ্জনীর দ্বারা অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ধরিয়া বলিবে) ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জ্জনী ধরিয়া সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমাদ্বয় ধরিয়া) সুং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্। (অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা অনামিকাদ্বয় ধরিয়া বলিবে) সৈং অনামিকাভ্যাং হুং। (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠাদ্বয় ধরিয়া বলিবে) সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। উভয় করতল দ্বারা উভয় করতল স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া বলিবে) সঃ অস্ত্রায় ফট্।

পীঠার্চ্চনা।—(পূর্ব্ববৎ পুষ্প লইয়া) বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ কমঠায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ক্ষীর-সমুদ্রায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে

ওঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে

ওঁ দেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে

ওঁ কল্পদ্রুমায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে

ওঁ মণি মণ্ডলায় নমঃ।

(১৯ পৃষ্ঠায় ভুতাপসারণে নারাচ মুদ্রার ছবি বাদ পড়িয়া যাওয়ায় এইখানে দেওয়া হইল, পূজাকালীন দেখিয়া লইবেন।)
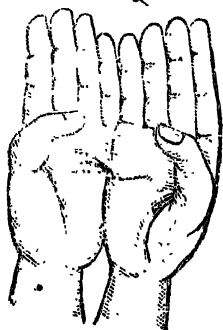
নারাচ মুদ্রা।

আবাহন মন্ত্র।—আবাহনী মুদ্রার দ্বারা (দুই হস্ত চিৎ করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ শিরো-ভাগে অনামিকার মূল পর্ব্বে মিলাইয়া)

"ওঁ শ্রীভগবৎ সত্যনারায়ণ দেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ।"

আবাহন মুদ্রা।
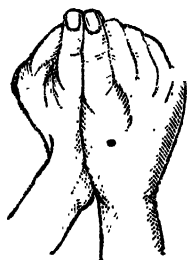
সন্নিধাপনী মুদ্রার দ্বারা (দুই হস্ত একসঙ্গে উপুড় করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উঁচু করিবে)।

"ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ"

সন্নিধাপনী মুদ্রা।

তারপর সম্মুখী করণ মুদ্রার দ্বারা দুই হাত মুঠা করিয়া একসঙ্গে চিত করিয়া ধরিবে।

"ইহ সন্নিধেহি।"

সম্মুখীকরণ মুদ্রা
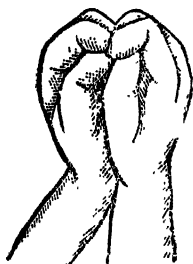
তারপর **সংবোধিনী মুদ্রার দ্বারা** (দুই হাত মুঠা করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।)

"ইহ সন্নিরুধ্যস্ব।"

সংবোধিনী মুদ্রা

তারপর **স্থাপনা মুদ্রার** দ্বারা (আবাহন মুদ্রাকে নীচু মুখে ধরিলে **স্থাপনীয়** মুদ্রা হয়। (সেই মুদ্রা দেখাইয়া বলিবে)

অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহান, স্থাং স্থীং স্থিরোভব। আগচ্ছ ভগবনদেব সর্ব্বকাম ফলপ্রদ। মৎ পূজন সুসিদ্ধ্যর্থং সন্নিধ্যমিহকল্পয় ॥

(শালগ্রাম শিলায় আবাহন নাই)।

অর্থ—"এই ঘটে অধিষ্ঠান করুন এবং আমার পূজা গ্রহণ করুন। আপনি এখানে স্থির ভাবে অবস্থান করুন। হে দীপ্তিশালী ভগবান্!

সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানকারি আমার পূজা সুসিদ্ধির জন্য এখানে আগমন করুন।"

পুনরায় ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প দেবতার পাদপদ্মে প্রদান করিবে। পরে উপচার দান কার্য্য করিবে।

কূর্ম্ম-মুদ্রায় পুষ্প লইয়া—
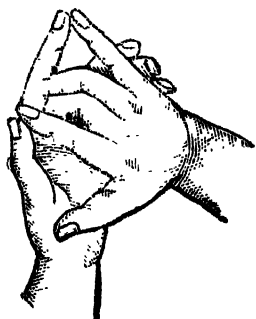
কূর্ম্ম মুদ্রা।

ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং কৌস্তুভাভরণং হরিম্। পীতাম্বরং শুক্লবর্ণ,শ্রীবৎস পদ ভূষিতম। গোবিন্দং গোকুলানন্দং ব্রহ্মাদৈরভি পূজিতম ॥

উপচার দানকার্য্য—(প্রত্যেকটি আলাদা বামহাতে উপুড় ভাবে ধরিয়া) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায়ৈ নমঃ। (বলিয়া তিনবার ফুল দিবে,) তারপর—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সাং শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ।

(এইভাবে সমস্ত উপচার দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া দান করিবে। পরে হাত জোড় করিয়া) ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণ দেব স্বাগতং ওঁ সুস্বাগতং (তারপর একটু জল) এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ।

(পূর্ব্ব স্থাপিত বিশেষার্ঘ্যের অর্ঘ্য লইয়া) ওঁ ইদং অর্ঘ্য ওঁ সাং শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। (তারপর একটু জল দিবে)

ইদং আচমনীয়ং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এষ মধুপর্কং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। ইদং আচমনীয়ং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। ইদং স্নানীয় গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এতৎ বস্ত্রং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এতৎ পাত্তং ওঁ শ্রীসর্ত্যনারায়ণায় নমঃ। এতৎ রজতাভরণং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এষ গন্ধ ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ শ্রীসত্য-নারায়ণায় নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসী পত্রং ওঁ শ্রীসত্য-নারায়ণায় নমঃ।

অর্ঘ্য মন্ত্র।—ওঁ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় হৃষীকেশপতয়ে নমঃ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা অর্ঘ্যমেতৎ প্রতিগৃহ্যতাম।

ভাবার্থ—ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের পতি নারায়ণকে ভক্তি সহকারে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি, তুমি আমার দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

এষ ধূপং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এষ দীপং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। বা ঘৃতপক্কং হবিষ্যান্ন পায়সং বা শর্করম্ নানাবিধঞ্চ নৈবেদ্যং বিষ্ণোমে প্রতিগৃহ্যতাম্।

ইদং পানার্থ গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। আচমনার্থ গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। এতৎ তাম্বুলং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনার্থ গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি।—

যন্ময়া ভক্তিযোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদগৃহানানু কম্পয়া।
তদ্বীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়েৎ।
গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দনং।
যৎ পূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তুমে॥
অমোঘং পুণ্ডরীকাক্ষং, নৃসিংহ দৈত্যসূদনম্।
হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্॥
সগুনঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং জানকী বল্লভং হরিম্।
প্রণমামি সদাভক্ত্যা নারায়ণ মতং পরম।
দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুণা পরিপীড়িতে।
নিস্তারয়তু সর্ব্বেষু তথানিষ্ট ভয়েষু চ।
নামাণ্যেতানি সংকীর্ত্ত ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ।
সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেহহং কামদং ফলম্।
লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ।

পরে (ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে।
(পরে) ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহানাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব, তৎপ্রসাদাৎ জনার্দ্দন।

এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র।—ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অর্থ—যিনি বেদের অধিপতি, গো ব্রাহ্মণদিগের ও জগতের হিতকারী, সেই গোবিন্দ কৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করি ॥

আরতি।—কোশার বাম দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পঞ্চ প্রদীপাদি রাখিয়া—ওঁ এতস্মৈ আরত্রিক দীপায় নমঃ। বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিয়া মূল মন্ত্র **ওঁ সাং শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ দশ বার** জপ করিবে।

দক্ষিণ পা আসন প্রান্তে ও বাম পা ভূমিতে রাখিয়া চারবার চরণে, দুইবার নাভিতে, তিনবার মুখে ও সাতবার সর্ব্বাঙ্গে ঘুরাইয়া আরতি করিবে। প্রথম দীপের দ্বারা। দ্বিতীয় শঙ্খস্থ জলের, তৃতীয় শুক্ল বস্ত্রের দ্বারা আরতি করিবে।

ওঁ

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত-মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

সূচনা।—ওঁ নমঃ নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

অর্থ:—নারায়ণ, নরোত্তম নর, এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

"কর জোড়ে করি নতি বন্দি আগে গণপতি
বিঘ্ন নাশ শিবের নন্দন।
জবাপুষ্প জিনি ছবি বন্দিবে দ্বিতীয়ে রবি
এক চক্র রথে আরোহন॥
গরুড়েতে অধিষ্ঠান তৃতীয়েতে নারায়ণ
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
চতুর্থে বন্দিবে হর ভস্ম ভূষা দিগম্বর
ভালে চন্দ্র শিরে সুরেশ্বরী॥
পঞ্চমে পূজিবে মাতা মুক্তিদাতা গিরীসুতা
মহামায়া মহিষ-মর্দ্দিনী।
স্কন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী তার সঙ্গে গণপতি
দশভুজা কেশরী-বাহিনি

পূজি সবে প্রেমানন্দে স্মরিয়া চরণ বৃন্দে
ভাব মনে গোলক বিহারী।
বন্দি যত দেব পদে ভাস সবে প্রেমনদে
উচ্চৈঃস্বরে বল হরি হরি॥
যুগে যুগে অবতরি অবনীর ভার হরি
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামনে।
বলরাম, নরহরি, চরণ বন্দনা করি,
জামদগ্নি ক্ষত্রিয় নিধনে॥
বন্দ দুর্ব্বাদল শ্যাম, সীতার সহিত রাম,
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ।
যাঁর কীর্ত্তি সেতু বন্ধ বিনাশিতে দশস্কন্ধ
বুদ্ধ কল্কি করিয়া বন্দন॥
ভজ কৃষ্ণ অবতার, পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর,
বৃন্দাবন বিপিন-বিহারী।
যদু-বংশ অবতংশ কংস দৈত্যে করি ধ্বংস
অংশরূপে এলে ধরাপরি॥
পূজ সত্যনারায়ণ দীন দুঃখ বিমোচন
কলিকালে দয়া অবতার।
যতেক পাতকিগণে, রক্ষিবারে নিজগুণে
তব মায়া করিলে বিস্তার॥
নাহি যাগ যোগ তপ, ভূতশুদ্ধি ন্যাস জপ,
নাহি পুরশ্চরণ বিধান।
ভুবনে বিদিত যশ, কেবল ভক্তির বশ,
ভকত-বৎসল ভগবান॥

ত্যজি সে গোলক-ধাম, সত্য-নারায়ণ নাম,
ধরিলা পাতকী তরাইতে।
দেখি দীন হীন জনে— রাখ প্রভু ও চরণে—
কেবা পারে মহিমা কহিতে॥
তুমি হরি দীনবন্ধু কর পার ভবসিন্ধু
কর দেব দুঃখ বিমোচন।
স্মরণে তোমার নাম লভে চতুঃবর্গ কাম
তুমি হও জীবের জীবন॥
তব পদে যার ভক্তি সেইজন লভে মুক্তি
মুক্তি দাতা তুমি ভূমণ্ডলে।
সেবি চরণার বৃন্দ গাঁথিনু এভাবে ছন্দ
গুণ কথা শুন কুতূহলে॥
শুদ্ধ চিতে সর্ব্বজনে শুন আজি একমনে
সত্য পূজা হইল যেমতে।
তরিবারে পাপ ভার সত্যদেব অবতার
হন হরি কলির আদিতে॥

কথারম্ভ ঃ

(প্রথম স্তবক)

পবিত্র ভারত ক্ষেত্রে নৈমিষ কাননে ।
সর্ব্ব লোক হিতে রত যত মুনিগণে ॥
একত্রে মিলিত হ'য়ে করেন ভাবনা ।
শান্ত হবে কি উপায়ে কলির তাড়না ॥

হেন কালে ব্যাস শিষ্য সুত তপোধন ।
শিষ্য সনে তথা আসি দেন দরশন ॥
শৌনকাদি ঋষি সবে, উঠিয়া সত্বরে।
বসালেন সুত দেবে, পরম আদরে ॥

কুশল জিজ্ঞাসা করি, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ।
বলেন শৌনক সুতে কৃতাঞ্জলি হয়ে ॥
"কহ শুনি পুরানজ্ঞ কি উপায় বলে ।
তরিবে মানবচয়, ঘোর কলিকালে ॥

কলির প্রভাবে দেব, যত নরগণ ।
বেদ বিদ্যা ছাড়ি সবে, পাপেতে মগন ।
অল্পায়াসে শক্তিহীন, অন্নগত প্রাণ ॥
কিরূপে করিবে নর ধর্ম্ম উপার্জ্জন ?

ইষ্ট বস্তু লাভ হেতু কি হ'বে উপায় ?
প্রকাশ করিয়া সব, বল মহাশয় ॥
ভূত ভবিষ্যত তুমি, জান যোগবলে।
তোমা সম শাস্ত্র বেত্তা নাহি ভূমণ্ডলে ॥"

শৌনকের শুনি বাণী ধন্যবাদ দিয়ে।
কহিতে লাগিল সুত আনন্দিত হয়ে ॥
"একদা নারদ ঋষি, ভ্রমি নানাদেশ।
উপনীত মর্ত্ত্যলোকে হন অবশেষ ।

সহচরগণ সহ পাপ মূর্ত্তিমান।
দেখেন মানব গৃহে, করে অবস্থান ॥
শোকের ভীষণ জ্বালা, উঠিতে বসিতে।
উপভোগ করে সবে অবসন্ন চিতে ॥

মানবের দুঃখ দেখি হইয়া কাতর।
কেশবে জানাতে দুঃখ যান মুনিবর ॥
দেখেন বৈকুণ্ঠ ধামে, অপূর্ব্ব দর্শন।
শুক্লবর্ণ চতুর্ভূজ দেব নারায়ণ ॥

শঙ্খ চক্রধারী, বনমালা বিভূষিত।
বদনে মধুর হাসি, শ্রীবৎস লাঞ্ছিত ॥
প্রেমে পুলকিত মুনি, হেরি মুরহর।
ভক্তি ভরে ক'রে স্তব হ'য়ে যোড় কর ॥

"নমো নমো জনার্দ্দন পুরুষ প্রধান।
মনো বাক্যাতীত সর্ব্বভূতের নিদান ॥

সকলের আদি ভূত, তুমি দয়াময়।
তোমার স্মরণে হরি! ঘোচে ভবভয়॥"

"স্তবে তুষ্ট মিষ্ট ভাষে কন শ্রীনিবাস।
কি হেতু আগত মুনে! বৈকুণ্ঠ নিবাস?
কিবা তব মন, আশা বল পুরাইব।
জ্ঞাতব্য যা কিছু থাকে, সব বুঝাইব।"

"শুনিয়া নারদ মুনি কহেন হরিরে।
মর্ত্ত্য লোকে গিয়াছিনু ভ্রমিবার তরে॥
দেখিনু তথায় প্রভু! যত নরগণ।
দগ্ধ সবে শোকানলে, পাপেতে মগন॥

শরীরে নাহিক বল, মানস চঞ্চল।
কেমনে পাইবে তারা নিদান সম্বল?
কঠিন আয়াস-সাধ্য যোগাভ্যাসে মতি।
কখন নরের দেব হবে না শকতি॥

যদি থাকে হৃষীকেশ, সহজ উপায়।
যাহাতে মানবগণ নিরাপদ হয়;
কৃপা করি কহ তাহা, কমল লোচন।
জীবের মঙ্গল হেতু ভুবন-মোহন॥"

শুনিয়া নারদ বাক্য দেব চক্রধর।
সাধু বাদ দিয়া তাঁরে করেন উত্তর॥
"ত্রিদিব পৃথিবী মাঝে অমূল্য রতন।
আছে এক মহাব্রত, শুন তপোধন॥

সত্যনারায়ণ ব্রত, নাম তার ঋষি।
অনুষ্ঠানে নর তায়, হয় স্বর্গবাসী॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সে ব্রত করিলে।
ধন ধান্য বৃদ্ধি পায়, সদা অবহেলে॥

মনোযোগ দিয়া শুন, ব্রত বিবরণ।
নিশা মুখে জগন্নাথে, করিবে অর্চ্চন।
সপাদ মিষ্টান্ন সহ, নিবেদিবে পরে।
রম্ভা, দুগ্ধ, আটা, গুড়, একত্রিত করে॥

অতঃপর মিলি সবে, যত বন্ধুগণ।
ভক্তি ভাবে করিবে, মাহাত্ম্য শ্রবণ॥
সত্য দেব পূজা ফলে, বাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।
বিশেষতঃ কলি যুগে, নাহি অন্যোপায়॥

ব্রতের মাহাত্ম্য-কথা, শুন দিয়া মন।
"কাশীপুর" গ্রামে এক, ছিল হে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দরিদ্র অতি, পেটের জ্বালায়।
করিত বিষণ্ণ মনে, ভিক্ষা ব্যবসায়॥

দৈব যোগে একদিন, ভিক্ষা না মিলিল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দ্বিজ, আকুল হইল॥
বৃক্ষতলে বসিলেন, বিরস বদনে।
কতক্ষণ কাঁদিলেন, দুঃখ অভিমানে॥

ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখি, দেব নারায়ণ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে, দেন দরশন॥

মধুর বচনে হরি, কন দ্বিজবরে।
"কি হেতু আকুল বিপ্র দেখিহে তোমারে ?

কেন বা ভ্রমিছ মহী, সদা ক্ষুণ্ণ মনে ?
বিবরিয়া মন দুঃখ কহ মম স্থানে ?"
দ্বিজ বলে, "কি হইবে, কহিলে তোমায় ?"
ব্রাহ্মণ বলেন "দ্বিজ হানি কিবা তায় ?"

দ্বিজ বলেন "নিত্য ভিক্ষা মাগিয়া খাই।
আজি না পাইয়া ভিক্ষা, দুঃখ ভাবি তাই ॥
উপায় যদ্যপি থাকে, বল মহাশয়—
কঠোর দারিদ্র্য দুঃখ, কিসে হয় লয় ?"

"বৃদ্ধ বলে কর পূজা, আমার ব্রাহ্মণ।
দারিদ্র ঘুচিবে তব, পাবে বহু ধন ॥"
"দ্বিজ বলে, নিত্য পূজি, শিলা নারায়ণ।
তাহা ভিন্ন না করিব অন্য আচরণ ॥"

ব্রাহ্মণ কহেন হাসি, শুন দ্বিজবর,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, তারা জেনো একেশ্বর ॥
পুরাণ, কোরাণ জানিও দুই এক হয়।
ত্রিভুবনে নাহি দুই, জানিবে নিশ্চয় ॥"

বলিতে বলিতে কথা, অখিলের নাথ,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হইল চারি হাত ॥
কিরীট মুকুট মাথে, শিখি-পুচ্ছ চূড়ে।
মকরন্দ লোভে কত, মধুকর উড়ে ॥

অলকা তিলকা ভালে, শোভে শশিকলা।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে, গলে বনমালা,
নিন্দি ইন্দীবর মরি, নয়ন ভ্রূধনু;
কোটী চন্দ্র ছটা কিবা, নব ঘন তনু॥

কল-ধৌত মুকুতা, খচিত মরকতে।
অঙ্গের ভূষণ শোভা, করে নানা মতে॥
মঞ্জির রঞ্জিত পদে কলরব করে।
নখর নিকর নিন্দা, করে হিম করে॥

দ্বিজের ভাগ্যের কথা, না যায় কথন।
দেখি হেন অচেতনে, পড়িল তখন॥
পদ রজঃ দিয়া দ্বিজে, করিয়া চেতন।
পূর্ব্বরূপ পুনঃ হরি ধরিল তখন॥

চেতন পাইয়া দ্বিজ, করিল ভজন।
গদ গদ ভাষে প্রেমে, করিছে স্তবন॥

"মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ, বামনঞ্চ জনার্দ্দনং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং সত্যনারায়ণং॥
পদ্মনাভং সহস্রাক্ষং, বনমালি হলায়ুধম।
গোবর্দ্ধনং হৃষীকেশং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্॥
বিশ্বরূপং, বাসুদেবং, রামং নারায়ণং হরিম।
দামোদরং শ্রীধরঞ্চ, বেদাঙ্গ, গরুড়ধ্বজম্॥

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তভ প্রিয়ম।
কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং ত্বং হি কৌরবান্তকম্॥
চতুর্ভুজং চিদানন্দং মল্ল চানূর মর্দ্দনং।
চরাচর গতং দেবং ত্বং হি চক্র-পানিনম॥
গর্ভবাসে মহদ্দুখং, ত্রাহিমাং মধুসূদন।
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি, ত্রানার্থ ত্বৎ পরায়ণ।
ন গতির্বিবিদ্যতে নাথ, ত্বমেব শরণ মম।
পাপ-পঙ্কে, নিমগ্নোঽস্মি, ত্রাহিমাং জনার্দ্দনম্॥

স্তব শেষে দ্বিজ, গল লগ্নী কৃতবাসে।
করযোড়ে কহে, অতি সকরুণ ভাষে॥
"বল দেব, বল প্রভু, পূজিব তোমায়,
কিরূপে পূজিব কহ, ধরি তব পায়॥"

বলিলেন বৃদ্ধ, শুন, শুন দ্বিজবর।
যেরূপে করিবে পূজা সভার ভিতর॥
গো-ধূম চূর্ণাদি চাই, সওয়া সের গুঁড়া।
সওয়া গণ্ডা গুবাক পান, রম্ভা সওয়া ছড়া॥

সওয়া সের চিনি কিম্বা, থাড় গুড় দিবে।
ক্ষীর কিম্বা দুগ্ধ দিয়া ভক্তিতে পূজিবে॥
এই সব সামগ্রী করি আয়োজন।
চতুর্দ্দিকে বসিবেক, যত ভক্তজন॥

যতনে পূজিবে তথা, শাস্ত্র বিধিমতে
সত্যপীর বলি সবে হাত দিবে মাথে ॥
নারায়ণ বলিয়া প্রণিপাত করিবে ;
পরে হ'য়ে ভক্তিযুত প্রসাদ লইবে ॥"

বিধিমতে ব্রাহ্মণেরে, দিয়া উপদেশ
তথা হইতে অন্তঃর্হিত, হন হৃষীকেশ।
অতঃপর মনে মনে, করেন ব্রাহ্মণ।
কল্যই করিব পূজা সত্য-নারায়ণ ॥

এতেক ভাবিয়া গৃহে, গেল দ্বিজবর।
নিদ্রা না হইল রাতে, চিন্তায় কাতর ॥
প্রাতঃকালে, শয্যা হতে, করি গাত্রোত্থান।
সঙ্কল্প করিয়া ব্রতে, ভিক্ষা হেতু যান।

বহু অর্থ সেইদিন, ভিক্ষাতে মিলিল।
গৃহে আসি দ্বিজবর ব্রত আচরিল ॥
নারায়ণ ব্রত ফলে, দীন বিপ্রবর ।
নানা রত্নে ধনেশ্বর, হন অতঃপর ॥

প্রতি মাসে পূজা করি সত্যনারায়ণ।
চরমে পরম পদ, পাইল ব্রাহ্মণ ॥
ঘরে ঘরে নরে যদি, এই ব্রত করে।
হইবে সকলে সুখী, দুঃখ যাবে দূরে।

এত বলি নিরবিল শ্রীমধুসূদন।
করিল নারদ মুনি স্বস্থানে গমন ॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণোক্ত শ্রীসত্যনারায়ণ বিপ্র সংবাদো নাম প্রথম স্বর্গ সমাপ্তং ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রাসাদাৎ জনার্দ্দনং ॥

(দ্বিতীয় স্তবক)

শৌনক কহিল সুতে, জোড় করি কর।
কহ মুনি বিবরিয়া, কহ অতঃপর,
কি উপায়ে বিপ্র হ'তে ব্রতের প্রচার,
হইল ধরণী ধামে, কহ সবিস্তার ?

এত শুনি সুত কন, শৌনকে সম্ভাষি।
একদিন বিপ্রবর, বন্ধু সহ মিশি ॥
করেন অর্চ্চনা অতি, পবিত্র অন্তরে।
সত্য-নারায়ণে নিজ, ভবন ভিতরে ॥

হেনকালে তথা এক কাষ্ঠ কেতু আসি।
ব্রাহ্মণ গোচরে যায় হইয়া পিপাসী ॥
বিপ্র কৃত ব্রত হেরি, কাঠুরিয়া কয়।
কি ফল এ ব্রত কোরে, বল মহাশয় ?

বিপ্র কন ব্রত নাম, সত্য-নারায়ণ।
ধন ধান্য বৃদ্ধি করে, শোকাদি দমন ॥
প্রসাদ পাইয়া পরে জলপান করি।
ফিরিলেক কাঠুরিয়া আপন নগরী ॥

মনে ভাবে কাষ্ঠ বেচি, যাহা কিছু পাব।
তাহাতে কিনিয়া দ্রব্য, ব্রত আচরিব॥
এইরূপ চিন্তা করি, বাজারে যাইল।
সেইদিন কাষ্ঠ মূল্য দ্বিগুণ হইল॥

কাষ্ঠ মূল্যে করি তবে, ব্রত আয়োজন।
নিমন্ত্রণ করি আনে বিপ্র বন্ধুগণ॥
আনন্দেতে কাঠুরিয়া সত্যব্রত করি।
নানা সুখ ভুঞ্জি পরে গেল সত্যপুরী।

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে বিপ্র-কাষ্ঠ কেতু সংবাদে দ্বিতীয় স্বর্গং সমাপ্তং। ওঁ তৎসৎ ওঁ, তৎসৎ ওঁ, তৎসৎ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রাসাদাৎ জনার্দ্দনং॥

সত্য-নারায়ণ ব্রত, মাহাত্ম্য বিস্তর।
শুন আর এক ইতিহাস, কহি মুনিবর।

(তৃতীয় স্তবক)

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সকল প্রকৃতি প্রিয়,
ছিল রাজা উল্কামুখ নাম।
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি, প্রতিদিন নৃপমণি,
ধন দানে তোষেন ব্রাহ্মণ॥
ভার্য্যা তাঁর মনোরমা, সতী সুধাংশু বদনা,
স্মিত-মুখী হরিণ-নয়নী।

মালতী মালা ভূষিতা, সুশীল সুগুণ যুতা,
মৃগরাজ কটী হেমাঙ্গিণী ॥
একদিন সিন্ধুতীরে, লয়ে নৃপ মহিষীরে,
সত্য-নারায়ণ ব্রত করে।
হেনকালে সেই স্থানে, সাধু এক হৃষ্ট মনে
তরী লয়ে উত্তরিল তীরে ॥
রাজ অনুষ্ঠান হেরে, সাধু কহে যুক্ত করে,
কিবা ব্রত কর নরপতি।
কি ফল এ ব্রত কোরে, প্রকাশ করিয়া মোরে,
বল প্রভু করি হে মিনতি ॥
রাজা বলে সাধু শুন, আমি অতি অভাজন,
পুত্রহীন বদ্ধ পিতৃ ঋণে।
সুপুত্র পাবার আশে, জলাঞ্জলি দিয়া বাসে,
পুজা করি সত্য-নারায়ণে।
ইহা শুনি সদাগর কহিলেক অতঃপর
পুত্রহীন আমিও নৃপতি।
যদি মোর হয় সুত, করিব এ সুত ব্রত,
আরাধিব যতনে শ্রীপতি।"
এরূপ মানস করি, বণিক লইয়া তরী,
বাণিজ্য করিয়া দেশে গেল।
যাইয়া পত্নীর পাশে, কহিল মধুর ভাষে,
সুত প্রদ সত্যব্রত ফল ॥
যদি দয়া করি বিধি দেন মোরে পুত্র নিধি
শুন প্রিয়ে মানস আমার।

আনি দ্রব্য বিধিমত, সত্যনারায়ণ ব্রত,
আচরিব জেনো মনে সার ॥
সাধু জায়া লীলাবতী, ক্রমে হ'ল গর্ভবতী,
শুভক্ষণে কন্যা প্রসবিল।
রূপে যেন চন্দ্র কলা, সুরূপা বণিক বালা,
মাতৃ ক্রোড়ে বাড়িতে লাগিল ॥
কন্যা হেরি সাধু সুখে, "কলাবতী" নাম রাখে,
জাত কর্ম্ম করি সমাপন।
লীলাবতী বলে কান্ত, কেন এবে হও ভ্রান্ত,
পূজ দেব সত্যনারায়ণ ॥
সাধু বলে শুন প্রিয়ে, ব্যস্ত এত কি লাগিয়ে,
মনে আছে সকলি আমার।
কন্যার বিবাহকালে, সমারোহে কুতুহলে,
পালিব ব্রতেক অঙ্গীকার ॥
ক্রমে বণিক সুতা, যৌবনে হল শোভিতা,
হেরি সাধু চিন্তায় কাতর।
পাত্র হেতু নানা স্থানে, পাঠাইল দূতগণে
মন্ত্রণা করিয়া অতঃপর ॥
নানা স্থানে দূতগণ, করি বহু অন্বেষণ,
উপনীত কাঞ্চন নগর।
তথা হতে মনোমত পাত্র এক গুণ যুত
লয়ে আসে সাধুর গোচর ॥
হেরি জামাতা সুন্দর পুলকিত সদাগর;
পুরোহিত বন্ধু সহ মিলে।

সম্প্রদান করে কন্যা, দেখ দৈব বিড়ম্বনা,
পূর্ব্ব অঙ্গীকার রহে ভুলে ॥
সাধু কিছু দিন পরে, জামাতারে সাথে করে,
গৃহ হ'তে হ'য়ে বহির্গত।
উপার্জ্জিতে ধন রত্ন, করিয়া বিশেষ যত্ন,
সাথে নিলা লোক জন কত ॥
সাজাইয়া সপ্ত তরি, নানাবিধ দ্রব্যে ভরি,
সাধু ধনেশ্বর সুখে যায়।
প্রিয় জামাতা সংহতি, চলে বাহি ভাগীরথী,
কত নদ নদী সিন্ধু বায় ॥
আসিয়া বন্দরে পরে, সাধু যায় ত্বরা ক'রে,
ভেটিবারে যথা নৃপমণি।
ধন রত্ন ভেট দিয়া, জামাতারে সাথে নিয়া,
সুখে তথা করে বেচা কিনি ॥
বড় হীরালাল চুণী, কত চন্দ্রকান্ত মণি,
আর প্রবাল পরশ শিলা ॥
রজত কাঞ্চন রাশ, চামর চন্দন বাস,
শুভ্র শঙ্খ শুক্তি মুক্তামালা ॥
এইরূপ লয়ে সুখে ভুলি যত আছে দুঃখে,
ধনেশ্বর সাধু হৃষ্ট মনে।
হেথা রাজার মন্দিরে, রাত্রে চোরে চুরি করে,
সেই দ্রব্য দৈবে সাধু কিনে ॥
প্রাতে উঠি মহীপাল, কহে ডাকিয়া কোটাল,
"আপন কুশল যদি চাও।

কাল রজনী সময়, মম দ্রব্য চোরে লয়,
সেই চোরে ধরি আনি দাও ॥”
শুনি রাজার আদেশে, সবে ফিরয়ে তল্লাসে,
হেনকালে প্রভু সত্যদেব।
আসি ভিক্ষুকের ছলে, তবে কহেন কোটালে,
সাধুরে ধরিলে পাবে সব ॥
এই ব্যাটা হয় চোর, নহে কভু সদাগর,
শুনিয়া কোটাল লম্ফে ধায়।
রাজ কণ্ঠ হার ঝোলে, সাধু জামাতার গলে,
কাছে আসি দেখিবারে পায় ॥
লয়ে তরণীর দড়া, করি তারে পিছ মোড়া,
সুখে বান্ধে দুই সদাগরে।
হেথা জিনিষ সহিতে, দুয়ে মারিতে মারিতে,
আনে বেঁধে রাজার গোচরে ॥
হেন কথা শুনি লোকে, ছু'টে আসিয়া পলকে,
বলে, মাররে চাবুক ছড়ি।
নাহিক বিচার তার সবে করে, মার মার,
তার হানিছে মাথায় বাড়ি ॥
বান্ধি সবে দৃঢ় করে, সাধু সহ জামাতারে,
দিল এনে নৃপের গোচর।
রাজা দুর্গ কারাগারে, বন্দি করিল দোঁহারে,
সত্যাসত্য না করি বিচার ॥
সদাগর রত্ন যত, নৃপ করি আত্মসাৎ,
রাজ কোষ করিল পুরণ।

না শুনিল নৃপবর, নিবেদন সকাতর,
করিল অশেষ নির্য্যাতন ॥
হেথা দেশে রজনীতে, মিলি যত তস্করেতে,
প্রবেশিয়া সাধুর ভবন।
ধন রত্ন অগনণ, চুরি করি হৃষ্ট মন
নির্ব্বিবাদে কৈল পলায়ন ॥
সাধু পত্নী "লীলাবতী" ক্রমে দুঃখ পায় সতী,
শোকানলে সদা জর জর।
আধি ব্যাধি সমাযুতা, ক্ষুধা পিপাসা পীড়িতা,
অন্ন হেতু ফিরে ঘরে ঘর ॥
একদা বণিক বালা, ক্ষুধায় হয়ে চঞ্চলা,
বিপ্রালয়ে যায় সন্ধ্যাকালে।
দেখে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী, একত্রে সকলে মিলি,
সত্যদেবে পূজে কুতূহলে ॥
"কলাবতী" বসি তথা শুনিয়া ব্রতের কথা,
বর মাগি প্রসাদ লইল।
গৃহে এলে অতঃপর, মাতা করে তিরস্কার,
রজনীতে কোথা ছিলে বল ॥
কন্যা বলে বিপ্রগণ, পূজে সত্যনারায়ণ,
তাই গিয়াছিনু দেখিবারে।
শুনিয়া কন্যার কথা, মনে পড়ে পূর্ব্বকথা,
"লীলাবতী" সত্যব্রত করে ॥
শঙ্খ-চক্র-গদাধর, নীল কলেবর, পীত পট্টাম্বর ধারী।
অঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত, কুণ্ডল মণ্ডিত, কৌস্তুভ, শোভিত হরি ॥

নমঃ বিশ্ব বিমোহন, মানস-মোহন, পাপ তাপ শোক হারী।
জয়, ভক্ত জনাশ্রয়, দীন দয়াময়, অন্তিম বান্ধব হরি ॥
তুমি, নিত্য নিরঞ্জন, দুর্গতি ভঞ্জন, মঙ্গল কর মুরারি।
নমঃ, দুর্জ্জয় শাসন, দৈত্য নিসূদন, দৈত্য-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী ॥"

"ভক্তি ভাবে জগন্নাথে, স্তব করি হেন মতে
কর জোড়ে হইয়া কাতর।
নেত্রে বহে বারি ধারা, আপনা হইয়া হারা,
সত্য দেবে স্মরে বারে বার ॥
স্তব শেষে করি স্তুতি, ভূমিতে লুটিয়া সতি
কহে ক্ষম অপরাধ তাঁর।
জামাতা সহিত যেন, পতি করে আগমন,
তুমি বিনা কে করে উদ্ধার ॥"
হেন মতে লীলাবতী স্তব করে যথা রীতি
মনে স্মরি দেব নারায়ণ।
লীলাবতী স্তবে তুষ্ট "হৃষীকেশ" হ'য়ে হৃষ্ট,
স্বপ্নে "চন্দ্রকেতু" ভূপে কন।
শুন রাজা পৃথ্বী স্বামী কলিযুগে পূজ্য আমি,
নাম মম সত্যনারায়ণ ॥
উঠি নৃপ ত্বরা করে, জামাতা সহ সাধুরে,
সমাদরে করহে মোচন।
"নতুবা তোমার বংশ, অচিরে হইবে ধ্বংস,
হে রাজন মম কোপানলে।
শুনি হেন স্বপ্নবানী, অমঙ্গল মনে মানি,
প্রাতে নৃপ কহেন সকলে ॥

মন্ত্রী সনে করি যুক্তি, সদাগরে দিয়ে মুক্তি,
কহে রাজা বিনয় বচনে॥
দুর্দ্দান্ত দৈবের পাকে পড়েছিলে এ বিপাকে
নাহি ভয় যাও হে স্বস্থানে॥
অতঃপর যশোধন, দ্বিগুণিত দিয়া ধন
মিষ্টভাষে, তোষে দোঁহাকারে।
সদাগর আনন্দেতে চলিল জামাতা সাথে,
কিছু ধন ব্রাহ্মণে বিতরে॥
নৌকাযোগে সদাগর, যাইতেছে নিজঘর,
দেখি হরি পাতিলেন ছল।
বৃদ্ধ দণ্ডী বেশ ধরে, জিজ্ঞাসেন সদাগরে,
কি দ্রব্য নায়ে আছে বল॥
যদি দাও কিছু দ্রব্য, তার সনে আর ভক্ষ্য,
যাই ফিরে তবে নিজ ঠাঁই।
সতত কুশলে রবে, মহাসুখী ভবে হবে,
আনন্দেতে থাক তুমি ভাই॥
সদাগর শুনি বলে, তোমার কল্যাণ ফলে,
কিবা মোর হবে বল ভাই।
তা যদি হইত তবে, কৌপিন পরিয়া ভবে,
ঘুরিতেছ, অঙ্গে তেল নাই॥
কড়ার ভিখারী তুমি, চিনিতে পেরেছি আমি,
মিছামিছি কেন বক অত।
নায়ে মোর আছে শুধু, লতা পাতা নানা বিধ,
ধন রত্ন কোথা পাব অত॥

তথাস্তু বলিয়া হরি হইলেন অগ্রচারী,
পরে সাধু নৌকার ভিতর।
নাহি দেখে ধন রত্ন, পত্র লতিকায় পূর্ণ,
মাথা খুঁড়ি করে হাহাকার॥
হায় হায়! কি করিনু, দেব মায়া না বুঝিনু,
হরিরে তাড়ানু উপহাসে।
কহে জামাতা শ্বশুরে, দেখ দণ্ডী যায় দূরে,
চলহ সত্বর ওঁর পাশে॥
জামাতারে সঙ্গে লয়ে, যায় সাধু দ্রুত ধেয়ে,
পদে ধরি কহিল হরিরে।
"ক্ষম প্রভু! অপরাধ তুমি জগতের নাথ,
পাপাত্মা না চিনিল তোমারে॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়, মোহিত তব মায়ায়,
গুণাতীত গুণময় তুমি।
জীবেরে পাল সংহার, জ্ঞানাতীত চক্রধর,
তব তত্ত্ব কি জানিব আমি॥"
শুনি দণ্ডী ক্রোধ ভরে, কন সাধু জামাতারে,
"যাও উভে নায়ে গিয়া চড়।
মিছা মিছি কেন সবে, কড়ার ভিখারী যবে
মোর পায়ে কেন আসি পড়॥"
কেঁদে কেটে ধরি পায়ে, ভক্তি ভরে কহে দুয়ে,
"ক্ষম ক্ষম সত্যনারায়ণ।
কুকর্ম্ম করেছি দেব মানিয়া সিরণী তব,
হায় দিই নাই এতদিন॥

অবোধ অজ্ঞান বলি, যেও নাক পায়ে ঠেলি,
তুমি প্রভু! অগতির সার।"
এত বলি ভূমে পড়ি স্তব করে কর জুড়ি,
দয়া কর, প্রভু! পরাৎপর ॥

* * * *

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমং।
পবিত্রং পরমানন্দং ত্বং হি পরমেশ্বরম্।
বামনং বিশ্বরূপঞ্চ, বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলং।
বিশ্বেশ্বরং বিশ্ববাসং ত্বং হি রাধাবল্লভং।
ভূধরং ভুবনানন্দং, ভূতেশং ভুতনায়কম্।
ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং ত্বং হি ভব নাশনম্
মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টি-মদনং।
মুঞ্জকেশং মহাবাহুং ত্বং হিঁ মধুসূদনং ॥
যোগীশ্বরং, যজ্ঞপতিং, যশোদানন্দ দায়কম।
যমুনা-জল-কল্লোলং ত্ব হি যদু নায়কম।
রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ, বার-নারিং রমাপতিং।
রাজীব লোচনং রামং ত্বংহি, রঘু-নন্দনম্॥
বলি বল হারীং ব্রহ্ম বীজ রূপং সনাতনং।
বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে ত্বং বলভদ্ররামং ॥

* * * *

সাধুর মিনতি হেরি, কন দণ্ডীরূপী হরি,
মিথ্যাবাদী তুমি পাপে রত।

মন দিয়া ভক্তি ভাবে পূজ এবে সত্য দেবে
দূর হ'য়ে যাবে বিঘ্ন যত ॥
তবে সে নদী পুলিনে, পূজে সাধু নারায়ণে
আয়োজন করি সেইক্ষণ।
পরে তরী আরোহিয়া দেখে সাধু নিরখিয়া
পূর্ব্বমত আছে যত ধন ॥

* * * *

এক যুগ পরে পূজে ভক্তি ভরে,
সাধুর বনিতা ঘরে।
সাধুর ঘরণী, সহিত নন্দিনী,
সত্য দেবে পূজা করে ॥
হেনকালে তথা মঙ্গল বারতা,
দূত দিল ত্বরা ক'রে।
প্রসাদ বাটীতে শোনে আচম্বিতে,
সদাগর এল ফিরে ॥
সাধুর দুহিতা শুনিয়া ত্বরিতা
ভূমিতে প্রসাদ ফেলি।
আনন্দিত চিতে মাতার সহিতে
দ্রুত পদে গেল চলি ॥
সত্যনারায়ণ হয়ে কোপমন
চন্দ্রকেতু সদাগরে।
তরণী সহিতে ডুবান তটেতে
লোকে হাহাকার করে ॥

জামাতার শোকে, শিলা হানি বুকে,
সাধু ঝাঁপ দিতে যায়॥
সাধুর ঘরণী, সহিত নন্দিনী,
ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
তিন জনে মিলি, করে গলাগলি,
কাঁদিছে গগন বিদারি।
সাধেতে বিষাদ হল পরমাদ,
বাঁচাও দয়াল হরি॥

* * * *

কলাবতী উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে নাথে সকাতরে
কাঁদে সতী সাধুর ঝিয়ারী।
মোরে বিড়ম্বিল বিধি, হারাইল প্রাণ নিধি,
অকারণে পাপ প্রাণ ধরি॥
না জানি কি কৈনু পাপ, কেবা দিল ব্রহ্মশাপ,
বিষাদ সাধিল কোন দেবে।
পতি ব্রতা বিনা পতি, অন্য নাহি তার গতি,
কিবা সুখে বেঁচে রব ভবে॥
আচম্বিতে বজ্রাঘাত হারাইনু প্রাণ নাথ,
বিধবার জীবন বিফল।
কহে পিতা মাতা আগে; অভাগী বিদায় মাগে
কুণ্ডকাটি জ্বালহ অনল॥
যথা গেল প্রাণনাথ, সেইখানে যাব সাথ,
কোন্ লাজে রহিব ভুবনে।

উঠে তবে সাধু সুতা, হতে যায় অনুমৃতা,
হেনকালে দৈববাণী শুনে ॥
"শুন শুন মহাজন, তব কন্যা আচরণ,
মাতৃ সহ পূজিয়া আমারে।
প্রসাদ ফেলিয়া সেথা, আসে সে পাপে জামাতা,
মগ্ন হ'ল তরী সহ নীরে ॥
যদি পুনঃ গিয়া বাসে, প্রসাদ সেবিয়া আসে,
সাধু তব কন্যা কলাবতী।
ল'য়ে ধন রত্ন রাশি, তরণী উঠিবে ভাসি,
দুহিতা পাইবে পুনঃ পতি ॥
পতির জীবন চাও, প্রসাদ তুলিয়া খাও,
দেখিবে আপন পতি নেয়ে।"
শুনি হেন দৈববাণী, যায় ছুটে উন্মাদিনী,
মাটি সহ খায় সে চাটিয়ে ॥
পুনঃ আসি দ্রুতগতি, তরণী উপরে পতি,
দেখি সতী পুলকেতে ভাসে।
বহুদিন পরে নাথে, দেখিয়া পিতার সাথে,
ছুটে যায় পিতার সকাশে ॥
হরষিতা সাধু সুতা, বলে গৃহে চল পিতা,
বিলম্ব আর কি লাগিয়া কর।
শুনি মহাজন তবে, পুনঃ পূজি সত্যদেবে,
বন্ধুসহ গেল নিজ ঘর ॥
পূর্ণিমা, সংক্রান্তি দিনে, পূজে সত্যনারায়ণে,
প্রতিমাসে সেই সদাগর।

ঘুচিল সকল দুঃখ, ভুঞ্জিয়া অতুল সুখ,
অন্তে গেল বৈকুণ্ঠ নগর'॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে রেবাখণ্ডোক্ত শ্রীসত্যনারায়ণ কথায়াং বণিক্ সাধু মোক্ষবর্ণনো নাম তৃতীয় স্তবকং সমাপ্তং—ওঁ তৎ সৎ ওঁ, ওঁ তৎসৎ ওঁ, ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রাসাদাৎ জনার্দ্দনং।

(চতুর্থ স্তবক)

উগ্রশ্রবা বলে পুনঃ শুন ঋষিগণ।
বংশধ্বজ নামে এক ছিলেন রাজন॥
অবহেলি সত্যদেব প্রসাদের প্রতি।
নানা কষ্ট পেয়েছিল, সেই নরপতি॥
একদিন মৃগয়ায় গিয়া নরবর।
নানা জাতি মৃগ মারি শ্রমিতে কাতর॥
পরে এক বট বৃক্ষ করি দরশন।
তার তলে যান নৃপ, বিশ্রাম কারণ॥
ভক্তিভাবে সবান্ধবে, যতেক গোপালে।
সত্যদেবে পূজে সেই বট বৃক্ষ তলে॥
প্রণাম না করে দেবে গর্ব্বিত রাজন।
গোপদত্ত প্রসাদ না করিল গ্রহণ॥
সেই পাপে মহাদুঃখ পান নরবর।
শতপুত্র হ'ল নষ্ট ধন বহুতর।

সত্যদেব ক্রোধে মম হয় সর্ব্বনাশ।
মনে ভাবি যান রাজা গো-পালক পাশ॥
হয়ে ভক্তি শ্রদ্ধাবান মিলি গোপাসনে।
পূজিলেন ক্ষিতিপতি সত্যনারায়ণে॥
ধন পুত্রান্বিত পুনঃ হয়ে নরপতি।
অন্তকালে সত্যপুরে করিলেন গতি॥
ক্রমেতে প্রচার হল সবার আলয়।
ভক্তি করি পূজিলে কামনা সিদ্ধ হয়॥
গুণকথা শুনিবে হয়ে একমন।
বিমনা হইলে রুষ্ট সত্যনারায়ণ॥
যেবা করে দুর্লভ এ ব্রত আচরণ।
মুক্তিপ্রদ-সত্য-দেব মাহাত্ম্য শ্রবণ॥
ধন ধান্য সুতান্বিত তার গৃহ হয়।
দরিদ্র লভয়ে বিত্ত, বন্দি মুক্তি পায়॥
শঙ্কিত জনের মনে শঙ্কা হয় দূর।
বাঞ্ছিত লভিয়া অন্তে যায় স্বর্গপুর॥
বিশেষতঃ কলিযুগে নাহি অন্যোপায়।
সত্যব্রত বিনা সবে জেন হে নিশ্চয়॥
এ ব্রত মাহাত্ম্য যেবা পড়ে কিম্বা শুনে।
সর্ব্বপাপ মুক্ত তার হয় সেইক্ষণে॥
সত্যদেব ব্রত কথা সমাপ্ত হইল।
সবে মিলি ভক্তিভাবে হরি হরি বল॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডীয় ৺সত্যনারায়ণ কথায়াং বংশধ্বজোপাখ্যান বর্ণনং সমাপ্তং। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ। তৎসৎ ওঁ। ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ, পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দনং।

নৈবেদ্যং।—ওঁ সপাদং গোধূম চূর্ণং দুগ্ধ রম্ভাদি শর্করম্
সঘৃতৈকী কৃতং সর্ব্বং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো।

জলের ছিটা দিবে—তাহার পর একটী তুলসী পত্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা লইয়া—(ওঁ এতৎ সপাদং গোধূমচূর্ণ দুগ্ধ রম্ভা শর্করাদি সহিত নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ।)

পরে মূলমন্ত্র—অর্থাৎ "সাং" বা "ওঁ" মন্ত্র দশবার জপ করিবে। (ওঁ অমৃতোপস্তরণ মসি স্বাহা) বলিয়া একটু জল ফেলিবে। তারপর প্রাণাহুতি মুদ্রা দ্বারা পঞ্চগ্রাস দেখাইবে। যথাঃ—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া প্রাণ মুদ্রার দ্বারা বলিবে—(ওঁ প্রাণায় স্বাহা) মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্রে করিয়া অপান মুদ্রা দ্বারা বলিবে (ওঁ অপানায় স্বাহা) তারপর অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্রে করিয়া ব্যান মুদ্রা দ্বারা বলিবে (ওঁ সোমানায় স্বাহা) তারপর তর্জ্জনী ভিন্ন সমস্ত অঙ্গুলী একত্র করিয়া উদান মুদ্রা দ্বারা বলিবে (ওঁ উদানায় স্বাহা) শেষে সমস্ত অঙ্গুলী একত্র করিয়া সমান মুদ্রা দ্বারা বলিবে (ওঁ ব্যানায় স্বাহা) তারপর একটু জল ওঁ অমৃত-পিধান মসি স্বাহা বলিবে।

তারপর (ইদং পানার্থে গঙ্গোদকং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ।) বলিয়া একটু জল দিবে।

ওঁ ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ।

বলিয়া একটু জল দিবে।

ওঁ ইদং তাম্বূলং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ। বলিয়া পানে জলের ছিটা দিবে।

দক্ষিণা।—(যজমান) ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় নমঃ। বলিয়া একটু জল দিবে।

উপুড় হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হাত কোশার জলে ত্রিপত্র সহ হরীতকী ধরিয়া বলিবে।

ওঁ তৎসৎ ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অত্য—অমুকে—মাসি অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ শ্রীসত্যদেব প্রীতিকামনায় মৎ সঙ্কল্পিত শ্রীসত্যনারায়ণ পূজন কর্ম্মণি কৃতৈতৎ পূজাদি কর্ম্মনঃ সাঙ্গদার্থ দক্ষিণা মিদং কাঞ্চন মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং—অমুক গোত্রায় শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে।

পুরোহিত গ্রহণ করিয়া "ওঁ স্বস্তি" বলিবেন।

নিজে পূজা করিলে ইহার আবশ্যক নাই।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—ওঁ কৃতৈতৎ সত্যনারায়ণ পূজন কর্ম্মাচ্ছিদ্র মস্তু।

পুরোহিত বলিবেন ওঁ অস্তু।

বৈগুণ্য সমাধান।—দক্ষিণ হস্তে জল ও ত্রিপত্র সহ হরিতকী ধরিয়া (বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অত্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ সত্যনারায়ণ পূজা কর্ম্মনি যদ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে, ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ॥ ওঁ অজ্ঞানাদ্

যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতা ধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেবতদ্‌বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণ। স্যাদিতিশ্রুতিঃ। বলিয়া জল ফেলিবে।

তারপর হাত জোড় করিয়া। (ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্মং জ্ঞানতা বাপ্য জানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্ব হরের্নামানু কীর্ত্তনাৎ শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি (দশবার জপ করিবে।)

একটু জল লইয়া—(ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো-হরিঃ। তস্মিন্‌ তুষ্টে জগত্তুষ্ট প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।

এতৎ কর্ম্মফলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ মস্তু) বলিয়া ভূমে জল ফেলিবে।

নমস্কার—নমোব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নারায়ণায় নমো
নমঃ ॥

অর্থ—যিনি বেদের অধিপতি গো-ব্রাহ্মণদিগের ও জগতের হিতকারী। সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করি।

শান্তি—যজমান সবান্ধবে পূর্ব্বমুখে বসিবে। পুরোহিত পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া আম্র পল্লব অথবা বিল্বপত্র ঘটের জলে ডুবাইয়া ছিটা দিবেন ও নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবেন।—

ওঁ সুরস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ বিভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে॥
ওঁ আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্‌ যমো বৈ নৈঋতস্তথা।

বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তুতে সদা॥
ওঁ কীর্ত্তি র্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমামতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্ম পত্ন্যঃ সুসংযুতাঃ॥
ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ জীব সিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তাপিতাঃ॥
ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেব পত্ন্যো ধরা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্ব শস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা-স্তীর্থানি জলদা নদাঃ
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ
এতেত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥

ওঁ কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য ঋক্‌ত্রয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তি কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কয়ানশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎস-দন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভীষুনঃ সখীনা-মবিতা জরিতৃণাং। শতং ভবাস্যুতয়ে॥

(ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী—"ভবাস্যুতিভিঃ" বলিবেন)

(নিম্ন লিখিত মন্ত্র তিনবার পড়িতে হয়)

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

অর্থ—"সমস্ত লোক পূজনীয় ইন্দ্র আমাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল করুন, অপ্রতিহতাস্ত্র গরুড় মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি মঙ্গল করুন।"

(খ) যজুর্ব্বেদীরা বলিবেন—ওঁ দ্যৌঃ শান্তি-রন্ত-রিক্ষগুং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বেদেবাঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্ব্বগুং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ, সামা শান্তিরেধি ॥

অর্থ—"স্বর্গের শান্তি, অন্তরীক্ষের শান্তি, পৃথিবীর শান্তি, জলের শান্তি, ঔষধীর শান্তি, বনস্পতির শান্তি, বিশ্বদেবতাদের শান্তি, ব্রহ্মা ও সমুদয় চরাচর জগতের যে শান্তি আছে সেই শান্তি আমাদের উপর বর্ষিত হউক ॥"

(গ) সাধারণের পক্ষে।—ওঁ সর্ব্বরোগ শান্তিঃ। সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু। ওঁ আপদ শান্তিঃ ওঁ বিপদ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥

অর্থ—সমস্ত রোগের ও সর্ব্ব আপদের শান্তি হউক। পাপ যেস্থান হইতে আসিয়াছে তথায় ফিরিয়া যাক্।

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ কথা ।

“সত্য সত্য সত্যপীর সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা ।
বাঞ্ছা বড় বাড়িল বর্ণিতে ব্রতকথা ॥
রসাল রসিকপ্রিয় রমাই বিরাগে ।
বৃন্দারক বৃন্দরে বন্দনা করি আগে ॥
গুরুগণ গণেশে করিয়া প্রণিপাত ।
বন্দ বিপ্র আর বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ ॥
ক্ষিতি লোটাইয়া বন্দ গুরুর রমণী ।
পরম সাদরে বন্দ জনক জননী ॥
শ্রীসাবিত্রী সিন্ধু পুত্রী সরস্বতী শিবা ।
ত্রি সন্ধ্যা নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য আদি দিবা ॥
কামাখ্যারে করি নতি ধর্ম্মরাজ সুতা ।
সসর্প মনসা বন্দ মহেশ্বর সুতা ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ দশদিক পাল ।
প্রণমিব পঞ্চানন পরম দয়াল ।
প্রণমিব পরাৎপর ন'দের নিমাই ।
বীরভদ্র নিত্যানন্দ শ্রীরূপ গোঁসাই ॥
অপ্সরী কিন্নরী বন্দ ডাকিনী যোগিণী ।
ছয় রাগ ষড় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ॥

অতঃপর বন্দিনু রহিম রামরূপ।
ত্রিদশের নাথ বন্দ ভুবনের ভূপ॥
কোরাণ কেতাব আর কালিমা সংহতি।
সুবিধা পীরের পায় প্রচুর প্রণতি॥
অপর যতেক পীর বন্দ যোড়করে।
ফণীন্দ্র নগেন্দ্র ইন্দ্র কাঁপে যার ডরে
পরে সত্যপীর বন্দি কহে দ্বিজ রাম।
সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥

জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর,
দেব দেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
তোমার চরণে প্রণিপাত॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বময়, চারি চরাচরে কয়,
চন্দ্রচূড় চিন্তে চিন্তামণি।
পূর্ব্বে হয়ে দশ মূর্ত্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি,
সত্যপীর হইলে ইদানী॥
ছয় দরশনে কয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই নয়,
অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম।
কলিতে যবন দুষ্ট, হিন্দুকে করিতে নষ্ট,
দেখিয়া রহিম হইল রাম॥
ব্রাহ্মণেরে করে ভেদ, ঘুচালে মনের খেদ,
রক্ষা কৈলা সৃষ্টি আপনার।

একদেশে অল্পধনে, যে তোমায় সিনি মানে
ইাসিল করহ কাম তার ॥
দরিদ্র দ্বিজের কাছে, পূর্ব্বকালে সত্য আছে,
ভক্তবাক্য পালিব আপনি।
নায়কেরে হয়ে তুষ্ট, সিরিণীতে করহ দৃষ্ট,
শুনহ আপনি ব্রতবাণী ॥
তোমার কীর্ত্তন যথা, দুঃখের বিনাশ তথা,
গায় যে গাওয়ায় যেবা শুনে।
তুমি রক্ষা কর তারে, মহামারে মহাঘোরে,
মহারণে বনে রিপু স্থানে ॥
দৃঢ়ভক্তি হৈল যায়, পাতক না থাকে তায়,
মনোরথ সিদ্ধি হয় তাতে।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর, বুঝি কার্য্য কর নর,
হরি বল পীরের পিরীতে ॥

শুন শুন সর্ব্বলোক করি একমন।
সত্যপীর স্মরিয়া সিরণীতে দেহ মন ॥
প্রবল প্রতাপ পীর পাপ তাপ হারী।
যেরূপে জাহির তাহা নিবেদন করি
দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর।
তাহে এক বিপ্র ছিল বড়ই বিদুর ॥
খাইতে না মিলে অন্ন চালে নাই খড়।
তেঁহো প্রভু পীরপুত্র তাঁর পায়ে গড় ॥

আপনি অত্যন্ত ভক্ত সতী সীমন্তিনী।
দামোদরে দৃঢ় ভক্তি দিবস রজনী॥
লক্ষণ বঞ্চন কভু ভিক্ষায় ভক্ষণ।
কৃষ্ণসখা সুদামার সকলি লক্ষণ।
আপনি রেবতী প্রিয় ততোধিক প্রিয়া।
আত্ম উপবাসী অন্ন অন্যজনে দিয়া ॥
জঠরের জ্বলনে যখন প্রাণ যায়।
তখন মগন মন গোবিন্দের পায় ॥
কতদিনে কৃষ্ণে পাব ভাবে দিবা রাতি।
বান্ধিল প্রেমের পাশে অখিলের পতি॥
তবে প্রভু দয়া কৈল ব্রাহ্মণের সঙ্গ।
কদাচিত ভজনে ভক্তির নাহি ভঙ্গ
নানারূপে বিড়ম্বিয়া হারিলেন হরি।
ভক্ত বটে কিরূপে ইহারে কৃপা করি॥
ভিক্ষা ভঙ্গী ভক্তি বুঝি ভ্রমে সাথে সাথে।
প্রভু হয়ে পশ্চাতে প্রত্যক্ষ হৈল পথে॥
দাসে দুঃখি দেখে দামোদরে হৈলা দয়া।
সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হব দিব পদছায়া॥
ফকির ফকিরে উর নবঘনশ্যাম।
হুকুম মাফিক হদ্দ বিরচিল রাম॥

দ্বিজবরে দিতে বর, হরি হলেন সত্বর,
শ্রীমাধব হইলেন পীর।
ফকিরের সাজে, জগতে বিরাজে
অদ্ভুত কৃষ্ণের শরীর॥

যুবত্ব বয়স, সুরেশ মহেশ

বিধুমুখে মধুর হাসি।

মস্তক উপর, পাগ মনোহর,

নানাভরণ বিলাসী॥

বড় বড় কৌড়ি গ্রন্থিত গুধড়ি,

বাঘ ছাল থলি শাল দণ্ড।

প্রবল দাড়ি-চুল, মুক্তা ঝলমল,

মালা মণ্ডিত চণ্ড॥

ঘণ্টা রুণ রুণ জিকির ঘন ঘন

ঝন ঝন ঝিঁঝির শব্দ।

রামেশ্বর বলে, বসি তরুতলে,

ব্রাহ্মণ হইল স্তব্ধ॥

কপটে করুণাময় দ্বিজে কন বাওয়া।

মৃঞি ভুকা ফকির হোয় লাগে মেরা দেওয়া

তোঞি বাবা বাক্তার ধর্ম্ম দেখা তুঝে।

মেঞি ভুকা ফকির খেলাও কুচ মুঝে

তামাম দুনিয়া দেখি সবি ইমাম ঝুটা।

কিছু কহি খয়রাত না করো এক মুঠা॥

দ্বিজ কহে দেওয়ান ও কথা কহ কাকে।

মনস্তাপে মরিতে বসেছি ওই পাকে॥

কলি হৈল প্রবল মজিল ধর্ম্মপথ।

দেওয়ান বলেন বাছা কহি হকিমত॥

নিজ দুঃখ বলি দ্বিজ করেন রোদন।
নারিলাম খাওয়াইতে আমি অভাজন ॥
ধর মোর বসন ভোজন কর বেচে।
মৃত্যুকালে মোর ধর্ম্ম মজাইবে মিছে ॥
বিশ্বনাথ বিশ্বময় বুঝিয়া কন বাছা।
দুনিয়ামে ঐসি আদ্‌মি নাহি আর সাচ্চা ॥
ভাল বাবা কাহে তেরা মৃত্যু কাল কাহে।
রাত্রদিন জেসে তেসে দুঃখ সুখ যাহে ॥
জানা গেয়া বাত বাবা জানা গেয়া বাত।
কাপড়াতো লেও ঝট্‌ আও মেরা সাত ॥
তাহা সত্যপীর মেঞি তাহা সত্যপীর।
তেরা দুঃখ দূর কর কহেন ফকির ॥
ঐসি কুছ হুমুর বাতলায়ে দেহ তোয়।
কিয়া পিছে সেতাব খাঁয়ের খুব হোয় ॥
জেস্কো তেঞি যো কহেগা সে হোগা সহি।
পীর বরাবর হোকে করকে এহি ॥
দ্বিজ বলে কহিলেন দেওয়ান মহাশয়।
যবনের কার্য্য এ তো ব্রাহ্মণের নয় ॥
ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভোজিব কেন অন্ন।
মজাইব পরকাল এই কাল জন্য ॥
দেওয়ান বলেন শুন জ্ঞানকি বাত।
রাম রহিম দোনো নাম হো এক সাত ॥
এত শুনি মনে গণি বিস্ময় ব্রাহ্মণ।
আপাদ পর্য্যন্ত তার করে নিরীক্ষণ ॥

দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি ধরেন অশেষ।
চক্ষুর নিমেষে মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের বেশ ॥
নিদান বুঝিয়া হরি ভকত বৎসল।
ধরণী লোটায়ে ধরে চরণ কমল ॥
পুলকে পূর্ণিত তনু সকরুণে কয়।
ছাড় মায়া কর দয়া দেহ পরিচয় ॥
হাসিতে হাসিতে হরি দ্বিজে কন তবে।
নিদানে আমায় তুমি পরিচয় লবে ॥
বিধি মোর বড় ভাই মহেশ অনুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ॥
কৃষ্ণকেলি মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আহিম আমি অযোধ্যায় রাম ॥
চরাচর চরাচর আমি যে যাবন্ত।
সুরপুরে ইন্দ্র আমি পাতালে অনন্ত ॥
ফকির হইনু আমি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি বাছা সত্যনারায়ণ ॥
এত শুনি কহে দ্বিজ শুনি বিপরীত।
পীরের সির্ণিতে কেন বিষ্ণুর পীরিত ॥
যেই প্রভু পরমাত্মা সেই কেন পীর।
তুমি বা ফকির কেন ব্রাহ্মণ শরীর ॥
প্রভু কন ভাল জিজ্ঞাসিলে সাধু ধন্য।
সাধু সাধু করি কৃষ্ণ কহেন ব্রতজন্য
কলির মাহাত্ম্য সাধু শুন শুন বলি।
পরীক্ষিত পতনে প্রবল হৈল কলি ॥

একদিন তবে পরীক্ষিত নরনাথ।
মৃগয়াতে কলিক্রীড়া দেখিল সাক্ষাৎ॥
সেইক্ষণে গোরূপ ধর্ম্ম কলি হৈল নর।
নির্ঘাত প্রহার করে গরুর উপর॥
তিন পা ভেঙ্গেছে গরুর এক পা উবু।
সেই পায়ে নির্ঘাত প্রহার করে তবু॥
খড়্গ ধরি কাটীতে চলিল মহাবল।
ব্যক্ত হয়ে কহে কলি হাসে খল খল।
শুনরে নির্ব্বুদ্ধি আমি বধ্য নহি তোর।
ইহাতে ঈশ্বর দত্ত অধিকার মোর॥
গরুনয় ধর্ম্ম এই কলিকাল আমি।
বধিব ইহার আমি কি করিবে তুমি॥
রাজা বলে কি বল তোমার নাম কলি।
অল্পদিনে এখনি এতেক ঠাকুরালী॥
বাঞ্ছা ছিল ভাল হইল পাইলাম দেখা।
দুর্জ্জন-দমন আমি সজ্জনের সখা॥
লোকমুখে শুনেছি তোমার বিবরণ।
কলিব্যাধি প্রতি কৃষ্ণনাম রসায়ণ॥
সতত ভারত কথা সভায় আমার।
মোর অধিকারে কি তোমার অধিকার॥
এত শুনি কহে কলি হেঁট করি মাথা।
কহ নৃপ আমার ভোগের স্থান কোথা॥
বুঝিয়া ভূপতি চারি স্থান দিল তারে।
সুরা ও শৌণ্ডিক বনিক্ স্বর্ণকারে॥

ধর্ম্মেরে নিস্তার করি রাজা গেল ঘর।
সেই হৈতে ধর্ম্ম ছাড়া এই চারি নর॥
এখন দমন দাতা পরীক্ষিত নাই।
ধর্ম্মনাশে কলির বিস্তর হৈল ঠাঁই॥
সুজনে সর্ব্বদা নিন্দা দুর্জ্জনের যশ।
বাপ-মায় তুচ্ছজ্ঞান বনিতার বশ॥
পুত্র পিতা বধূ মাতা বিনিময় নাম।
শাশুড়ী বধূতে দ্বন্দ্ব সতীনের ভান॥
আর যত কব কত মুখে কথা নয়।
পড়েছ শুনেছ যত ব্রাহ্মণ তনয়॥
জীবের যন্ত্রণা যত অধর্ম্মের ফল।
পৃথিবীতে অল্প শস্য মেঘে অল্প জল॥
প্রকারে পাপিষ্ঠ নরে করিতে উদ্ধার।
আইলাম এইস্থানে শুন সারোদ্ধার॥
তুমি ভক্ত দৈবে মুক্ত অনুরক্ত মোরে।
মোর কথা শুন পরিত্রাণ কর নরে॥
আজি হতে আর ভিক্ষা না করিও তুমি।
হেন ধন ধনরত্ন দিয়া যাই চলে আমি॥
প্রভু দিলা রত্ন দ্বিজ যত্ন করি লয়।
রামেশ্বর নতি করি করপুটে কয়॥
কিবা দিয়া কার সিরণী কার আবাহন।
কিবা সিদ্ধি কার সিরণী মহিমা কেমন॥
সবিশেষ উপদেশ বিশ্বনাথ বলে।
বান্ধিবে বিচিত্র বেদী মনোরম স্থলে॥

বেদীতে পাতিবে পীঠ তাহে দিবে বাস।
তাঁহে ছুরি কাটারি খড়্গ চন্দ্রহাস॥
তার চারি তরফে সুচারু চারি তীর।
তার মধ্যে হব আমি নাম সত্যপীর॥
সত্যদেব পূজা পূর্ণ আয়োজন করে।
বিষ্ণু বিধি ধ্যান আদি জ্ঞান অনুসারে॥
উত্তর মুখেতে বেষ্টিত বসিবে বন্ধুগণে।
সিরণীর দ্রব্যাদি বলি শুন সাবধানে॥
গুড় দুগ্ধ আটা রম্ভা ফল পান গুয়া।
সম্ভব বিভব মত সব সওয়া পোয়া॥
আবির্ভূত চতুষ্টয় করিয়া সংযোগ।
নমঃ সত্যপীর বলিয়া দিবে ভোগ॥
কাঁচার এই মত মতান্তর কহি পাকা।
আনা মাষা আদি করি কড়ি কিম্বা টাকা॥
সওয়া শত মুল্যা যদি মিষ্ট অন্ন হয়।
সমর্পিলে সত্যপীরে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
যুগলে যে ইচ্ছা করে হয়ে একভাব।
সিদ্ধ একমাস মধ্যে মনোভিষ্ট লাভ॥
সঙ্কটে পড়িয়া যদি স্মরে সত্যপীর।
ত্রিভূবন নির্ভয় সে আমার শরীর॥
ব্রতকথার মাহাত্ম্য শ্রবণে কথ্য নয়।
এতশুনি কহে দ্বিজ করিয়া বিনয়॥
ঘুচিল সংশয় গ্রন্থি সিরণী দিব আমি।
যদি হরি বট চতুর্ভুজ হও তুমি॥

ভক্তের বচনে চতুর্ভুজ হৈল হরি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী॥
মহাতেজোময় দেখি কাঁপে কলেবর।
আনন্দ সাগরে যেন ডুবে দ্বিজবর॥
পুলকে প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে।
অবাক হইয়া দ্বিজ কহে করপুটে॥
কত কষ্টে কহে দ্বিজ চরণে দিও স্থান।
স্বীকার হইয়া হরি হৈল অন্তর্দ্ধান॥
দ্বিজ কৈলা কৃষ্ণ কহি অনেক রোদন।
হইল আকাশবাণী যাও নিকেতন॥
উদ্দেশে প্রণমি দ্বিজ চলে নিজ ধাম।
হুকুম মাফিক হদ্দ বিরচিল রাম॥
তথা বিষ্ণু গেলা শিবশর্ম্মার মন্দিরে।
ব্রাহ্মণীর বাপ হয়ে বোঝা লয়ে শিরে॥
কন্যাভাবে কহেন কি কর বিষ্ণুপ্রিয়া।
অভুক্ত জামাতা ঘরে পাক কর গিয়া॥
হের ধর তোমার মায়ের আয়োজন।
বস্ত্র অলঙ্কার পর আইস বাছাধন॥
ভিক্ষুকে পড়িয়া দুঃখ পাইলা প্রচুর।
আমি কি করিব বাছা বিধাতা নিষ্ঠুর॥
যে হইল দুঃখ সব গেল অতঃপর।
অদ্য লক্ষেশ্বরী হয়ে সুখে কর ঘর॥
বাপ বৃদ্ধে নত হয়ে করে প্রণিপাত।
সাবিত্রী সমান হও বলে জগন্নাথ॥

রোদনমুখী হয়ে রামা দিল জল স্থল।
জিজ্ঞাসিল কহ বাপা বাটীর কুশল॥
প্রভু ক'ন সত্যপীর প্রসাদে আনন্দ।
লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে সকলি স্বচ্ছন্দ॥
সত্যপীর নামে আছে দয়াল ঠাকুর।
তার সিন্নী দিলে সেই দুঃখ কৈলা দূর॥
বাপে ঝিয়ে বিস্তর দিবস দেখে নাই।
লোকমুখে শুনি ভিক্ষা মাগেন জামাই॥
অতএব দিতে আসিয়াছি কিছু ধন।
পথে জামাতার সঙ্গে হৈল দরশন॥
শাকাদি পাকের দ্রব্য আনিয়াছি আমি।
বস্ত্র আভরণ পরি রান্ধ গিয়া তুমি॥
আমি দেখি জামাতা আইসে কতদূরে।
এত বলি গেল হরি বৈকুণ্ঠ নগরে।
সাদরেতে কন্যা পরি বস্ত্র আভরণ।
কুলুপা ছুরাই শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

সাধু শুভক্ষণে, কন্যার কারণে
সত্যপীরে সির্ণি মেনে।
চন্দ্র কলা সুতা, পাত্রে করি দাতা,
পীরে পাসরিল রেগে॥
দক্ষিণ সফরে, নৌকায় ব্যাপারে,
জামাতা সহিত গেল।

কলা নিধি ভূপে, ভেটি নানা রূপে,
বিকি কিনি আরম্ভিল ॥
চামর চন্দন, আদি নানাধন,
বদলে রাজার সনে।
তথা পায় ভূষা, ভূপে দিল বাসা,
পীরের দুঃখ উঠে মনে ॥
প্রভু সত্যপীর রোষে, নৃপতির,
নানা ধন কৈল চুরি।
রাজ ধন লয়ে, রজনী সময়ে
পুরিল সাধুর তরী ॥
হেথা লোক জন, করে অন্বেষণ,
এদিকে ওদিকে ফেরে।
নায়ে চোরা মাল, দেখিয়া কোটাল,
যুগল সাধুরে ধরে ॥
রাজার আজ্ঞায়, ধরে দুজনায়,
রাখিল মশানাগার।
কহে রামেশ্বর, এ ভব সাগর,
সত্যপীর কর পার ॥

ঘরে ঝোরে রমণী বাহিরে ঝোরে ঝি।
সাধু লইয়া না জানি বিদেশে হৈল কি ॥
চন্দ্রকলা বলে আমি মরিব বিষ খেয়ে।
অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে ॥

অভাগিনী জীবন যৌবন হৈল কাঁল।
বিরহে বিদরে বুক স্মরে শরজাল॥
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি যত উঠে মনে।
চিরকাল দোঁহে যেন মজিল পাটনে॥
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি কান্দে উভরায়।
বিপ্র বাড়ী সর্ব্বখড়ি গণাইবারে যায়॥
সেই দ্বিজ পুত্র আট বৎসরের পরে।
বিদেশে বিদ্বান হয়ে আসিয়াছে ঘরে॥
পুত্রের বিরহে সেই ব্রাহ্মণের মাতা।
পীরে সির্ণি দিয়া পুত্র পেয়েছিল তথা॥
হেন কালে চন্দ্রকলা গেল সেইখানে।
ব্রতকথা শুনি সির্ণি খায় সাবধানে॥
ব্রাহ্মণের কাছে পুত্রের বিবরণ পেয়ে।
সেইখানে সির্ণি মানে শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে॥
কহে নাথ সহ তাত এনে দাও ঘরে।
সেইক্ষণে সির্ণি আমি দিব সত্যপীরে॥
ব্রাহ্মণীকে ইসাদ করিয়া গেল ঘরে।
সদয় হৈলা পীর সাধুর উদ্ধারে॥
অর্দ্ধরাত্রে হয়ে পীর প্রচণ্ড ফকির।
স্বপনে কহেন গিয়া কানে নৃপবর॥
কাহারে কোট্টান গিরি মৎলব তেরা।
ছোড় সদা নন্দলাল সেবক হয় মেরা॥
নাহি চোর মারেঙ্গা রাখেঙ্গা কোন্ চাচা।
ওলোকভি চোর হয়ে তোম লোকভি সাঁচ্চা

তকসীর খাতিয়া উনকে পীর এত্তা কিয়া।
শুনেহি তেরা মাত্তা ও কাহেসে লিয়া॥
বেহান ছেড়ান তুঝে নাহি বের বের।
মেরা বাত না রাখো গনরেগা আখের॥
এত বলি অমঙ্গল দেখাইল শেষে।
ঝড় বৃষ্টি উল্কাপাত আগুন লাগি দেশে॥
নিদ্রাগত চুলে ধরি বসাইল পীর।
স্বস্থানে প্রস্থান করে নৃপতি অস্থির॥
প্রভাতে উঠিয়া সপাত্রে নরপতি।
ধরিয়া সাধুর পায় করে স্তুতি নতি॥

প্রভাত হইল নিশি, মহারাজ শীঘ্র আসি,
খালাস করিয়া দুই জনে।
কলানিধি মহারাজা, করিল সাধুর পূজা,
যোড়া যোড়া বসন ভূষণে॥

নায়ে চড়ি করে সাধু পীর জয় ধ্বনি।
গমনে পবন তুল্য ভাসায় তরণী॥
কুতূহলে জলে চলে পীর যার সখা।
এড়াইয়া নানা দেশ দেশে দিল দেখা॥
নায়ে ছিল বাদ্য ভাণ্ড তায়ে দিল কাঠি।
কামানে আগুন দিয়া কাঁপাইল মাটী॥
সাধু আইসে স্বদেশেতে ঘোরে সব নারী।
সদানন্দ দ্রুত দূত পাঠাইল পুরী॥

শুভ সমাচারে সাধু দূতে দিল ঘোড়া।
দুয়ারে দুন্দুভি মহোৎসবে মাতে পাড়া ॥
হেনকালে চন্দ্রকলা পরম সাদরে।
দ্রুত গিয়া সির্ণি দিয়া পূজা কৈল পীরে ॥
তরণী উঠিতে হৈল তরণীর ত্বরা।
খেতে ছিল সির্ণি ফেলে হৈল অগুসারা ॥
পতি প্রতি সতী ধায় পিছে ধায় মা।
মনের গরমে ভূমে নাহি পড়ে পা ॥
প্রসাদ ফেলেছে তাই পীরের হৈল কোপ।
দর্প চূর্ণ বালার হৈল অহঙ্কার লোপ ॥
সেইক্ষণে প্রতিফল দেখে গিয়া সতী।
বাপ বন্ধু ঘাটে কান্দে ডুবে মরে পতি ॥
হায় হায়! কি হৈল কি হৈল, লোকে বলে।
মায়ে ঝিয়ে মূর্চ্ছিত পড়িল ভূমিতলে ॥
মুখে জল দিয়া কেহ করায় চেতন।
কহে রামেশ্বর কন্যা করহ রোদন ॥

ধরিয়া মায়ের গলা, কান্দে কন্যা চন্দ্রকলা,
স্বামী শোকে হইয়া কাতর।
ম্লান হৈল মুখশশী, মনোরমা মুক্তকেশী,
সংবরিল অঙ্গের অম্বর ॥
হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় হানয়ে বুকে,
কপালেতে করুন আঘাত।

ধৈরজ ধরিতে নারে, কান্দি কহে উচ্চৈঃস্বরে,
কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ ॥
হায় একি অকস্মাৎ, কোথা গেল প্রাণনাথ,
একবার দরশন দাও।
না দেখিয়া তব মুখ, বিদারিয়া যায় বুক,
অভাগীরে সঙ্গে করি লও ॥
দেশে আইলে কত দিনে, বড় সাধ ছিল মনে.
আঁখি ভরি দেখিব তোমারে।
তাহাতে দারুণ বিধি, হরিল প্রাণের নিধি,
বড় শেল রহিল অন্তরে ॥
পতির মরণে যেন, রতির বিষাদে হেন
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ।
মায়ের বিদরে বুক, বাপের ফাটিছে বুক,
সবে কাঁন্দে করি মনস্তাপ ॥
অশ্রুমুখী কর যুড়ি, বিষম সঙ্কটে পড়ি,
ভাবে সাধু পীরের বচন।
করিল বিস্তর স্তুতি, না হইল অব্যাহতি,
মরিতে চলিল তিনজন ॥
ঝাঁপ দিতে যায় জলে, পীর আসি হেনকালে,
বৃদ্ধ-বেশেতে তারে কয়।
বলি সাধু শুন যদি, তোমার দুহিতা পতি,
মরে নাই মোর মনে লয় ॥
আমি হে জ্যোতিষী বড়, গণে প'ড়ে কঠি দড়
এই কর্ম্মে পাকালাম দাড়ী।

তোমার জামাতা বটে, ডুবিয়াছে এই ঘাটে,
দেবদ্বারে বড় দেহি ভেড়ী॥
এই যে তোমার কন্যা, রূপে গুণে মহা ধন্যা,
বয়োধর্ম্মে বুদ্ধি নহে ভাল।
পীরের প্রসাদ এঁটে, ভূমে ফেলে এল ছুটে,
সেই অপরাধে এত হৈল ॥
এতেক বলিল যদি, সত্যপীর হৈল বাদী,
শুনে সাধু কন্যা পানে চায়।
চন্দ্রকলা বলে বটে, বাপে ঝিয়ে কর পুটে,
কেঁদে পড়ে ব্রাহ্মণের পায় ॥
বিপ্র বলে যাও যাও, সে সির্ণি তুলিয়া খাও
পাবে পতি না কান্দ সুন্দরী।
শুনি ধনি ধায় তথা, সির্ণি তুলে খায় হোথা,
ভেসে উঠে পতি সহ তরী ॥
দেখিয়া বিস্ময় লোক, ঘুচিল দারুণ শোক,
দেখে সাধু দ্বিজ নাহি কাছে।
বুঝিয়া মায়া সদানন্দ, ভাবে পীর পদ বৃন্দ,
আনন্দেতে সুখী হয়ে নাচে ॥
মায় ঝিয়ে চন্দ্রকলা, ডিঙ্গা মঙ্গলিতে গেলা,
আগে পিছে শত সীমন্তিনী
আনন্দের নাহি ওর, শঙ্খ ঘণ্টা ঘন ঘোর,
হুলাহুলি আর জয়ধ্বনি ॥
শ্বশুর জামাতা সঙ্গে, ইষ্ট মিত্র লয়ে সঙ্গে,
শুভক্ষণে প্রবেশিলা ঘর।

বাণিজ্যের সজ্জা যত, সাধুর ভাণ্ডারে দ্রুত,
বহে যত নায়ের নফর ॥
সাদরে সওয়া তঙ্কা দিয়ে, আপন বান্ধব লয়ে,
সির্ণি দিল পীরের সদন।
পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর প্রীতে সাধু সুত,
খয়রাত করিল নানা ধন ॥
সম ধনে নানা জনে, বাড়িলেক অল্পদিনে,
পরকালে জিনিলেক যম।
এই মত মহা সুখে, মহামানে সদা থাকে,
অন্তে যায় স্বরগ ভবন ॥
এই কথা শ্রবণ কালে, অন্য কথা যেই বলে,
আর যেবা করে উপহাস।
লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই, তাহার নিষ্কৃতি নাই,
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ ॥
সির্ণি দিয়া শুদ্ধ ভাবে, পূজিলে বঞ্ছিত পাবে,
পুত্র দারা অশ্ব ঘোড়া দোলা।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর, শুদ্ধ ভাবে শুন নর,
সত্য প্রভুর অশু মঙ্গলা ॥

কহিতে প্রথম শুদ্ধ ফকিরত্ব কায়া।
দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিল পদচ্ছায়া ॥
তৃতীয়ে ত্রিবিধ লোকে করিতে নিস্তার
চতুর্থে উৎকট কষ্ট সে কাঠুরিয়ার ॥

কন্যা জন্য মানিলেন পঞ্চে পরাৎপর।
সদানন্দ সাধুরে সঙ্কটে দিলা বর॥
পাসরণে প্রতিফল বন্ধন বিশেষ।
ষষ্ঠে তুষ্ট হয়ে কষ্ট দূর কৈলা শেষ॥

দ্বিতীয় পাঁচালী

একদিন নারায়ণ যুধিষ্ঠির সাথে।
মহারঙ্গে বন্ধুসঙ্গে পূরা হস্তিনাতে॥
নানামতে কৌতুকেতে আছে গদাধর।
মনে প'লো কলি র'ল বলির নগর॥
দ্বাপরের অন্তে তার রাজ্য প্রাপ্তি হবে।
ভাবি মনে নারায়ণ কহিছে পাণ্ডবে॥
চল ভূপ অপরূপ শুনিতে শুশ্রাব।
বলি পাশ ইতিহাস ধর্ম্মের প্রস্তাব॥
রাজা বলে কুতুহলে চল দয়াময়।
তুমি যার বন্ধু তার কোন কর্ম্ম রয়॥
চলিলেন দুইজনে হয়ে পদ-গতি।
পদে পদে পাপ ছেদে পুণ্যা বসুমতী॥
পুণ্য রায় পায় পায় অশ্বমেধ পাত।
মহীতলে কুতুহলে আজি সুপ্রভাত॥
চলিলেন দুইজনে পরম সাহ্লাদ।
দেখিছেন সেই স্থানে দুয়ের বিবাদ॥
এক চাষা অতি খাসা ক্ষেত্রে করে চাষ।
স্বর্ণ ভাণ্ড খণ্ড খণ্ড তাহাতে প্রকাশ।

পেয়ে ধন সেই জন ব্রাহ্মণকে কয়।
তব ভূমে মোর শ্রমে ধন লভ্য হয়॥
লও ধন নিকেতন ঠাকুর গোঁসাই!
বিপ্র বলে মুখ মেলে আর ঠেকি নাই॥
"পেয়েছিস্ তুই দিস্ মোরে কি কারণ।
আমি নিয়া হব ইহা পাপের ভাজন॥"
চাষা বলে ত্রেতাকালে শুনেছি শ্রবণে।
ভূমি যার বিত্ত তার লিখেছে পুরাণে॥
সীতা পেয়ে চাষা যেয়ে দিল জনকেতে।
প্রভু বুঝি মোরে আজি ঠেকালে পাপেতে॥
শুনি কাণে দুইজনে চলিল ত্বরিতে।
দ্রুতগতি উপনীত বলির পুরীতে॥
ধর্ম্মে দেখি কহে ডাকি কলি অবতার।
মহারাজা মোর সাজা দেখ একবার॥
বহুকাল বদহাল্ মোর নাম কলি।
বিনা দোষে বাঁধি পাশে রাখিয়াছে বলি॥
ধর্ম্মসুত অদভুত এই ভিক্ষা চাই।
মোর প্রাণ দাও দান ধর্ম্মের দোহাই॥
রাজা শুনি কৈলা পুনঃ করিব মোচন।
অবহিত উপনীত বলির সদন॥
অয়ে অয়ে পুণ্যাপুণ্য হইবে মিলন।
বলি কাছে ভিক্ষা যাচে পাণ্ডুর নন্দন॥
মহাশয় পুণ্যময় এত পুণ্য কার।
আমি চাই ভিক্ষা পাই কলি অবতার॥

চক্রপাণি চক্র মানি আজ্ঞা দিলা বলি।
অনুচরে মুক্ত কর হয়ে কুতুহলি॥
মুক্ত হয়ে কলি যেয়ে রাজা হলে স্থিত।
কম্পমান নিয়া প্রাণ দ্বাপর অতীত॥
বলি সঙ্গে নানা রঙ্গে বিদায় হইলা।
তুষ্ট মনে দুইজনে গমন করিলা॥
সেই পথে সেই ক্ষেতে সেই চাষা সাথে।
সেই দ্বিজ নিরানন্দ বিপরীত তাতে॥
বিপ্র বলে কোন কালে হয়েছে এমন।
ক্ষেত মোর বিত্ত তোর একথা কেমন॥
ওরে বেটা চাষা ঠেটা ধন মোর রেখে দে।
চাষা বলে বাক্যচ্ছলে তুই রে বেটা কে॥
বিচড়ামি করি তুমি ধন বুঝি পেলে।
ভাগ্য তোর হেথা মোর নাহি জ্যেষ্ঠ ছেলে॥
কলিরাজ নিজ সাজ ধরিয়া ত্বরায়।
উচ্চ বুক দীর্ঘ মুখ হাসি হাসি যায়॥
শিরে নারী করে ধরি জননীর কেশ।
মাতা প্রতি কটু কহে অশেষ বিশেষ॥
ওলো বুড়ী আঁটকুড়ী নাহি তোর যম।
কত আর লব ভার পাপিষ্ঠা অধম॥
পক্ককেশী শ্বাসকাশী পেচক লোচনী।
দন্তহীনা কুরূপিণী পাপিনী তাপিনী॥
নারী প্রতি ভক্তি অতি মিষ্ট কথা কয়।
সাবধান ওলো প্রাণ ব্যামো পাছে হয়॥

দীর্ঘ কেশ কটিদেশ সিংহের আকার।
পদ্ম আঁখি, পদ্ম মুখী পদ্মিনী আমার ॥
সচকিত বিপরীত দেখি যুধিষ্ঠির।
থর থর কলেবর হইলা অস্থির ॥
যুড়ি কর নৃপবর হরির সাক্ষাৎ।
জিজ্ঞাসিল একি লীলা কহ জগন্নাথ ॥
হরি কয় মহাশয় জিজ্ঞাস কি রীত।
মহীপাল কলিকাল দ্বাপর অতীত ॥
শুন ভূপ অপরূপ যুগধর্ম্ম ফল।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইবে সকল ॥
রাজাসনে প্রজাগণে করিবে ছলন।
প্রাণিগণ অনুক্ষণ পরদারে মন ॥
নারী সবে কামী হবে পতি প্রতি দ্বেষ।
পর পতি প্রতি অতি সরস আবেশ ॥
ধনলোভে প্রাণী সবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে।
ছলনায় সর্ব্বদায় পাপ উপার্জ্জিবে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্মামর্ম্ম হইবে বিনাশ।
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে অধর্ম্ম প্রকাশ ॥
অসম্ভব শুনি সব হরির বদনে।
রাজা কয় দয়াময় কহত এক্ষণে ॥
এইমত হবে যত জীবের দুর্দ্দশা।
বল শুনি চক্রপাণী কি হবে ভরসা ॥
হরি কহে শুন যাহে জীবের নিস্তার।
অসত্যেতে সত্যমতে ভরিবে সংসার ॥

সত্য মূর্ত্তি হয়ে কীর্ত্তি করিব অচল।
নাম বলে কুতূহলে তরিবে সকল॥
এতবলি বনমালী করিলা গমন।
গঙ্গাতীরে তীরে ফেরে পতিত পাবন॥
দ্বিজ মূর্ত্তি হয়ে কীর্ত্তি প্রকাশ কারণ।
ভ্রমিছেন তীরে যেন প্রভাতি তপন॥
সেই পথে প্রাণ দিতে এক দ্বিজ যান।
গঙ্গারাম তাঁর নাম দরিদ্র প্রধান॥
বৃদ্ধ বিপ্র গতি ক্ষিপ্র যজ্ঞসূত্র গলে।
গঙ্গামাটী পরিপাটী দীর্ঘ ফোঁটা ভালে॥
যষ্ঠি হীন হাত দাঁত বায়ুতে হেলায়।
ঘনশ্বাস ক্ষুদ্র কাস টালু মালু চায়॥

কহে গদাধর, ওহে দ্বিজবর,
কোথা যাও মহাশয়।
ক্ষীণ দেখি দেহ, সঙ্গে নাহি কেহ
না কর জীবন ভয়॥
বিপ্র বলে বাপু মোর এই বপু
বাঘে সাপে নাহি খায়।
কোন দৈববাদে ঘোর অপবাদে
সৃজিয়াছে বিধাতায়॥
কি জিজ্ঞাস তুমি জন্ম দুঃখী আমি,
ভাই বন্ধু নাহি একা।

কাঙ্গালী দেখিয়া হাততালি দিয়া
লোকে দেয় খেদাইয়া।
ঘরে যদি যাই প্রিয় বাক্য নাই
নারী ডাকে অভাগিয়া॥
ভাবিয়াছি মনে এ ছার জীবনে
বাঁচিয়া কি ফল আর।
পাপ বিনাশিনী তাপ বিমোচনী
যদি মোরে করে পার॥
শুনি দুঃখ রাশি প্রভু কহে হাসি
এ আর কতেক দায়।
সত্য-নারায়ণ করহ পূজন
দুঃখ না রহিবে তায়॥
ধন পুত্র জন প্রবাল কাঞ্চন
অনায়াসে দিতে পারি।
দরিদ্রের ধন সত্য-নারায়ণ
ভবার্ণবের কাণ্ডারী॥
বান্ধব সকলে অন্য পথে চলে
মোর সঙ্গে হলে দেখা॥
আটা, রম্ভা, চয়, গুড় আদি চয়
এ সব রচনা দিয়া।
পোয়া পরিমিতে মণে বা সেরেতে
সন্ধ্যাকালেতে পূজিয়া॥
পুরাণোক্ত তন্ত্রে নারায়ণ মন্ত্রে
বিষ্ণুকে করিবে দান।

পড়িয়া পাঁচালী দ্বিজে দিবে ডালি
ভক্তিতে করিবে দান ॥
গঙ্গারাম কয় ওহে মহাশয়
তুমি কে বল তা শুনি ॥
প্রভূ কহে আমি ত্রিভুবন স্বামী
মোরে ভাবে সুর-মুনি ॥
তব ভাগ্য ফলে আসিয়াছি ছলে
মহিমা করিতে দান।
দ্বিজ তবে ভণে শুনেছি পুরাণে
চতুর্ভূজ ভগবান ॥
সেইরূপ যদি ধর গুণনিধি
তবে সে প্রত্যয় হয়।
গোলক বিহারী চতুর্ভূজ ধারি
হইলেন সে সময় ॥
চারি কর মাঝে আভরণ সাজে
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে।
বিনতা নন্দন পরে নারায়ণ
পীতাম্বর কটিবন্ধে ॥
কমলা ভারতী দুই পার্শ্বে স্থিতি
শ্বেত রক্ত বর্ণ কায়।
জলধরোপরে স্থির ঘনতর
চপলা যেন খেলায় ॥
দেখি গঙ্গারাম করিছে প্রণাম
প্রণতিতে স্তবস্তুতি।

শুভাদৃষ্ট ফলেঁ হৃদি পদ্ম-দলে
সরস্বতী হৈল স্থিতি ॥

তুমি হরিহর তুমি দিবাকর
তুমি দিবস শর্ব্বরী।
তুমি পদ্ম যোনি তুমি সুরমণি
তুমি বিনোদবিহারী ॥

আগম পুরাণ নিগম বিধান
তুমি দিক্ দশ ধারী।
তুমি মহামেরু তুমি কল্পতরু
তুমি সূক্ষ্ম মোক্ষকারী ॥

তুমি দাও মুক্তি তুমি সর্ব্বশক্তি
তুমি শঙ্করের গৌরি।
কৃষ্ণ বলরাম শ্রীদাম সুদাম
তুমি সুরাসুর সৌরি ॥

জঠর যাতন যমের তাড়ন
তোমার নামেতে তরি।
তুমি সুধাকর সর্ব্বঘটে চর
হর যোগী নাম ধারী ॥

হীন জন প্রতি অখিলের পতি
দয়া কৈলা যদি ভারি।
শমন আগার নিজগুণে তার'
ভবে যেন নাহি ঘুরি ॥

কহে ভগবান অন্তকালে স্থান
দিয়া লইব উদ্ধারি।
দিয়া বর দান হন অন্তর্দ্ধান
দেব দেব মুর-অরি ॥

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

উপদেশ পেয়ে বিপ্র যাইয়া ভবনে।
পূজিলেন দীননাথে অনেক যতনে ॥
হইল মহান সুখ হরির কারণ।
দাসদাসী হাতী ঘোড়া রত্ন-সিংহাসন ॥
যে নারী কহিত কটু উদর জ্বালায়।
মিষ্ট কথা হাস্যমুখ সদাসর্ব্বদায় ॥
নিত্য নিত্য করে পূজা বিবিধ বিধানে।
উপনীত এক কাঠুরিয়া সেইস্থানে ॥
কাষ্ঠ আঁটি রাখি মাটি করিয়া আসন।
শুনিছে মহিমাগুণ ভরিয়া শ্রবণ ॥
মানস করিল মনে প্রসাদ খাইয়া।
পরদিন পূজিলেক গৃহেতে যাইয়া ॥
ভক্তিতে দিলেন শৌর্য্য বীর্য্য ভগবান।
নিত্য সত্য সেবা করে বিহিত বিধান ॥
নদীতীরে পূজা করে সব কাঠুরিয়া।
উপনীত এক সাধু তরণী বাহিয়া ॥
কামাখ্যাতে ঘর ধনপতি নাম তার।
মহাচীনে গিয়াছিল করিতে বিহার ॥

সমারোহ দেখি তটে উঠে সদাগর।
জিজ্ঞাসে পূজার কথা সবার গোচর॥
কাঠুরিয়া বলে সত্যনারায়ণ হরি।
পূজিলে মানস সিদ্ধি পরলোক তরি॥
সাধু বলে সুতাসুত যদি মোর হয়।
লক্ষ তঙ্কা দিয়া পূজা করিব নিশ্চয়॥
এবমস্ত এবমস্ত বলে কাঠুরিয়া।
সাধু চলে নিজদেশে মানস করিয়া॥
কতদিনে উত্তরিলা সাধু নিজাগার।
সে দিবসে ঋতু স্নান সাধুর জায়ার॥
প্রকাশ কমলে বিন্দু হইল পতন।
মুদিল কমল দল গর্ভের লক্ষণ॥
হইল পূর্ণিত দশ মাস অবসান।
প্রসবিল এক কন্যা রোহিনী সমান॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশিকলা।
শশিমুখী নাম রাখে দেখিয়া বিমলা॥
দশম বৎসর হলো বয়স কন্যার।
মিষ্ট কথা হাস্যমুখ সদা রস ভার॥
দেবদত্ত কন্যা মত্ত কুঞ্জর গামিনী।
অঙ্গ-আভা যেন শোভা স্থির সৌদামিনী॥
সম্পূর্ণ ষোড়শী নেত্র যেন নীলোৎপল।
সুধাকর নিন্দি তার বদন মণ্ডল॥
গলে দোলে সারি সারি মালা মুকুতার।
লোকে সবে অনুভাবে পদ্মিনী আকার॥

কেহ বলে বুঝি ছলে উর্ব্বশী আসিলা।
কিবা ফিরে জনকের জানকী জন্মিলা॥
ছাড়ি পতি বুঝি রতি গতি পুনর্ব্বার।
রুক্মিণী দ্রৌপদী কিংবা মাদ্রীর আকার॥
ধনপতি কন্যা দেখি সুখী সর্ব্বদায়।
সম্বন্ধ করিল স্থির ঘটক দ্বারায়॥
মহারাষ্ট্রে ঘর বর হরিশ্চন্দ্র নাম।
রূপে গুণে কুলে শীলে অতি অনুপাম॥
হরিশ্চন্দ্র চন্দ্র সম বদন আকৃতি।
তার স্থানে কন্যাদান কৈল ধনপতি॥
কতদিন সুখে আছে জামাতা লইয়া।
সত্য সেবা পাসরিল সুখেতে ভুলিয়া॥
হরির হইল ক্রোধ সাধুর চরিতে।
মনোগত কৈল সাধু বাণিজ্যে যাইতে॥
জামাতা যাইবে সঙ্গে দিন স্থির হৈল।
ঊষাতে করিবে যাত্রা সকলে জানিল॥
পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ দিক্ সুপ্রকাশ।
দিনমণি আগমনে নক্ষত্র বিনাশ॥
বাসায় থাকিয়া পাখী ডাকিছে তৎকাল।
কোকিল করিছে কুহুরব সুরসাল॥
ঊষা পেয়ে যাত্রা করে সাধু ধনপতি।
ইষ্টদেব স্মরিয়া নৌকায় কৈল গতি॥
নারায়ণে পাসরিল সাধুর নন্দন।
কি ঘটে কপালে দেখ বিধির লিখন॥

ধনপতি যেয়ে উঠিল নায়।
খুলিল বহর দক্ষিণ বায়॥
সিংহলে যাইতে করিল মনে।
বাহিছে তরণী রজনী দিনে॥
কামাখ্যা হইতে ছাড়িল তরী।
আশে পাশে রাখে কতেক গিরি॥
ব্রহ্মপুত্র-তীর্থরাজ সুগভীর।
সুঠাম সুগতি উজ্জ্বল নীর॥
যার দরশনে মুকতি পায়।
তার পরে তরী বাহিয়া যায়॥
যোগী গোফা রাখিয়া পাছে।
উপনীত করতোয়ার কাছে॥
কর্ণধারে সাধু জিজ্ঞাসে কথা।
কদিনের পথ আসিয়াছ হেথা॥
কর্ণধার কহে দিক্কর হতে।
এসেছি শতেক যোজন পথে॥
পাঁচদিনে এমু বাদাম কলে।
বিশেষ তোমারি ভাগ্যের ফলে॥
শুনি সদাগর হরিষ তায়।
যোড়া ফেলি দিল কাণ্ডারী গায়॥
পরশুরামের বাড়ী দেখিয়া।
খুলিল বহর হরিষ হৈয়া॥
ব্রহ্ম পুত্র ছাড়ি লক্ষাতে পড়ি।
আঁটিয়া বাঁধিল বাদাম দড়ি॥

মেঘনাদে ডিঙ্গা ধরিল বলে।
বদর বদর নেয়েরা বলে॥
কত নদ নদী নগর ছাড়ি।
দাঁড়ি মাঝি গণে গাইছে সারি॥
উতরিলা যেয়ে কপিলাশ্রমে।
উঠে সদাগর অতি সম্ভ্রমে॥
গঙ্গা সাগরেতে করিয়া স্নান।
তথা হ'তে ত্বরা করে প্রস্থান॥
সাধু কহে কর্ণধারেরে তবে।
নীলাচল যেতে কদিন লাগিবে॥
ঝর ঝর বারি আঁখিতে ঝরে।
পুনঃ পুনঃ সাধু জিজ্ঞাসা করে॥
কর্ণধার বলে ধনেশ ধীর।
সমুদ্রের ঝড় উথার নীর॥
সাগর সঙ্গম হইতে ছাড়ি।
মাসেকের পথ ঠাকুর বাড়ী॥
কেন বারি ঝরে কমল নেত্রে।
সাত দিনে নিব বিমলা ক্ষেত্রে॥
শুনি কহে সাধু গভীর রবে।
হেন শুভভাগ্য মোর কি হবে॥
তীর সম তরী বাদামে চলে।
নলের ঘোটক নিন্দিয়া ছলে॥
নৌকাপরে স্নান নৌকাতে পাক॥
সরোবরে যেন হংসের ঝাঁক॥

সপ্তম দিবসহুইল পূর্ণিত।
কর্ণধার হৈল মনেতে ভীত ॥
দূরবীণ ধরি পশ্চিম দিকে।
এক আঁখি দিয়া দেখিতে লাগে ॥
ধূ ধূ মণি কোটা দেখিয়া চোখে।
কর্ণধার ত্বরা সাধুকে ডাকে ॥
ওহে সদাগর দেখহ আসি।
নীলাচলোপরি গোলকবাসী ॥
কথোপকথনে মন উল্লাসে।
তরী লাগে যেয়ে দক্ষিণ পাশে ॥
ধনপতি স্মরি জগতের নাথ।
উঠিলেন ধেয়ে জামতা সাথ ॥
দাঁড়ি মাঝি সঙ্গে এক হাজার।
দ্বিগুণ বন্ধু বান্ধব তাঁহার ॥
সাধু সঙ্গে চলে সঙ্গীরা যত।
হরিশ্চন্দ্র স্বর্গ-গমন মত ॥
আঠার নালাতে কৈলা পয়ান।
পাণ্ডা মিলে আসি সাধুর স্থান ॥
গলে দিব্য মাল্য তিলক নাকে।
করে বেত্রাঘাত প্রভুকে ডাকে ॥
বেত্রাঘাত করে সাধুর পরে।
ধনপতি-ভাগ্য প্রশংসা করে ॥
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা আনিয়া।
আঠার নালার চৌদিকে দিয়া ॥

ধনপতি সুখী পথ গমনে।
কবিবর সুখে সরস ভণে॥

চলে ধনপতি অতি দ্রুতগতি,
জগন্নাথ দরশনে।
কুবের তোড়ানী, প্রথমেতে কিনি,
পান করিছে যতনে॥
কতদূর হাঁটি, দেখে পরিপাটী,
অন্নের হাট বাজার।
কিনি সাধুগণ, করিছে ভোজন,
ব্যঞ্জন কত প্রকার॥
পিষ্টক পায়স, আদি ছয় রস,
করমা বাউ খিচুড়ী।
কাঙ্গালী সকল, হয়ে কুতূহল,
করিতেছে কাড়াকাড়ি॥
চণ্ডালে আনিয়া, আটিয়া কিনিয়া,
দিতেছে ব্রাহ্মণ মুখে।
পেয়ে বিপ্রগণ, হরিষে মগন,
খাইছেন মহাসুখে॥
কুকুর বদন, হইতে তখন,
অন্ন যদি হয় পাত।
তাহা খাইবার, কাক অবতার,
দেবগণ সাথে সাথ॥
দেখি সদাগর, হরিষ অন্তর,
বাজার কিনিয়া লয়।

বিবিধ প্রকার, করিয়া ভাণ্ডার,
অন্ন-কল্পতরু হয় ॥
সিংহ দরজায়, যাইয়া ত্বরায়,
অক্ষয় বট দেখিয়া।
দীনবন্ধু প্রতি, করিলেক নতি,
পুলকে পূর্ণিত হিয়া ॥
গোলক বিহারী, সুভদ্রা কুমারী,
বলরাম দৃষ্টি করি।
সাধু কলেবর, সুখে গর গর,
নয়নে বহিছে বারি ॥
লক্ষ্মীর পুরীতে, যাইয়া ত্বরিতে,
সকল দেখিয়া যায়।
উদর ভরিয়া, ভোজন করিয়া,
উঠিলেন যেয়ে নায় ॥
নীলাচলোপর, দেখে যেই নর,
দারু ব্রহ্ম অবতার।
সেথায় গোলকে, জিনিয়া ত্রিলোকে,
কাটাইয়া ভবভার ॥
প্রভুর মহিমা, দিতে নারে সীমা,
স্মরিতে কলুষক্ষয়।
সর্ব্ব তীর্থ আসি, হয় মেশামেশি,
যেখানে প্রসঙ্গ হয় ॥
তথা হৈতে গতি, কৈলা ধনপতি,
সেতুবন্ধে উপনীত।

রামেশ্বর নাম, অতি অনুপম,
শিব লিঙ্গ বিরাজিত ॥
কাণ্ডারী গোচর কহে সদাগর,
শুন কর্ণধার ভাই।
মনের উল্লাস, একরাত্রি বাস,
করিব এ পুণ্য ঠাঁই ॥
শুনেছি পুরাণে, সেতু বন্ধ স্থানে,
যে করে নিশিতে বাস।
শমন দমন. প্রসঙ্গে ভঞ্জন,
জঠর যাতনা নাশ ॥
সে নিশি বঞ্চিয়া, শিবকে অৰ্চ্চিয়া,
খুলিল সাধু বহর।
বামে লঙ্কা রাখি, কর্ণধারে ডাকি,
কহিতেছে সদাগর।
সমুদ্রেতে নাও খরতর যাও,
সাবধান লাগে শঙ্কা।
সব নিরাকার, অপার পাথার,
দরশন মাত্র লঙ্কা ॥
সেতু বন্ধ হৈতে, সিংহল যাইতে,
চারি মাসে সবে যায়।
হরির চক্রেতে, বায়ুর বেগেতে,
চারি প্রহরে লাগায় ॥
দেখিয়া নগর, অতি মনোহর,
উঠিলেন ধনপতি।

অশেষ বিশেষ, এই কোন দেশ,
জিজ্ঞাসে সবার প্রতি ॥
বলিছে সকলে, আসিছ সিংহলে,
কোথা যাবে মহাশয়।
শুনি সদাগর, হরিষ অন্তর,
নিতান্ত বিস্মিত হয় ॥
কর্ণধার ধীরে, কহে সদাগরে,
কি শুভযাত্রার ফল।
চারিমাস পথ, দিনেতে আগত,
বাণিজ্যে হবে মঙ্গল ॥
মহা সুখে রঙ্গে, জামাতার সঙ্গে,
বাসা করিলেন স্থিত।
অট্টালিকা পর, বালাখানা ঘর,
মনোহর বিরাজিত ॥
সিংহল নগর, বর্ণিতে দুষ্কর,
ধর্ম্মশীল সত্যবাদী।
মহা মহীপাল, প্রতাপে বিশাল,
নিষ্পাপ বিহীন ব্যাধি ॥
রূপসী সুন্দরী, পদ্মিনী নাগরী,
ঘরে ঘরে প্রকাশিত।
ছয় ঋতু বয়, প্রতিদিনে ক্ষয়,
বসন্ত সদা উদিত ॥
কমলিনিগণ, কথন কথন,
কটাক্ষ ভঙ্গিমা করে।

ধনু ছাড়ি কাম, অমনি বিশ্রাম,
রতিতে মন বিস্ময়ে ॥
হীরা মুক্তা চুনি, হেম নীল মণি,
রাখিছে ধরি ভাণ্ডার।
জীরা ধনিয়াতে, সমযোগ্য তাতে,
তুল্য ওজনে ব্যাপার ॥
দেখি ধনপতি, হরষিত অতি,
মনে তবে আশা করে।
এবার আমার, সাধের ব্যাপার,
দিয়াছেন ধনেশ্বর ॥
কবিবর কয়, আশা অতিশয়,
যথা তথা অমঙ্গল।
স্বর্ণ মৃগ দেখি, আশায় জানকী,
পেয়েছেন প্রতিফল ॥
যে দিবস সাধু গেল সিংহলে
রাজপুরী চুরি হইল বিরলে ॥
রাণীর গলার মতির হার।
চোরে বেচিবারে নিল রাজার ॥
মনোহর হার সাধু জানিয়া।
জামাতার গলে দিল কিনিয়া ॥
সভাতে কোটালে আনিয়া ভূপে।
তর্জ্জন করিছে বিশেষ রূপে ॥
হেনকালে হরি সর্ব্বজ্ঞ বেশে।
উপনীত হইল রাজার বাসে ॥

শুভ্র মোঞ্জ সূত্র গলেতে দোলে।
হর হর হর বদনে বলে॥
শত সূর্য্য সম বিরাজে কায়।
জাহ্নবী মৃত্তিকা ভূষিত গায়॥
দেখি মহারাজা করে প্রণাম।
জিজ্ঞাসে প্রভুর কোথায় ধাম॥
হরি কহে ধাম হরির দ্বার।
যাইব সাগর সঙ্গম পার॥
যোগ বলে আমি সকলি জানি।
চোর সাধু সব দেখিলে চিনি॥
রাজা বলে প্রভু কহিতে ডরি।
হার চোর মোর দেহত ধরি॥
ভূমে খড়ি পাতি কহিছে হরি।
শুন চোর নাম, নৃপ কেশরী॥
নাম ধনপতি কামাখ্যাবাসী।
বাসা করিয়াছে নগরে আসি॥
হরিশ্চন্দ্র নামে জামাতা তার।
তারা চুরি করি নিয়াছে হার॥
কোটাল ছুটিল নগর পাশে।
ধরে যেয়ে সাধুর নাম উদ্দেশে॥
নাবিকে ফুকারে হরিষ পার।
চোর ধরা গেছে সহিতে হার॥
রাজা বলে হার আন গোচরে।
চোর নিয়া রাখ মশান ঘরে॥

হরি নাম ভুলি হরির সঙ্গে।
সাধু হইল বন্দি জামাতা সঙ্গে ॥
দেশে দূরদৃষ্ট সাধুর বাড়ী।
হৈল গৃহ দাহ অগ্নিতে পুড়ি ॥
মহা দুঃখ হইল সাধুর জায়ার।
দিনান্তে না ঘটে আহার তার ॥
বিরলে বসিয়া সাধুর রমণী।
শ্রবণে শুনিল হরির ধ্বনি ॥
স্মরণে পড়িল মানস কথা।
দেব আরাধিয়া জন্মিল সুতা ॥
মানস করিল দেবের ঠাঁই।
প্রভু আন দেশে সঙ্গে জামাই ॥
ভক্তি দেখিয়া দয়াল নাথ।
সিংহলে চলিল রাজসাক্ষাৎ ॥
স্বপনে রাজারে কহেন কাণে।
সাধু দুইজনে কেন মশানে ॥
কোথাকার জানি ব্রাহ্মণ দুষ্ট।
তার বাক্যে দাও এতেক কষ্ট ॥
মহা জ্ঞানবান সেবক মোর।
হার কিনি হৈল এদেশে চোর ॥
শীঘ্র ছাড়ি দাও সিংহল নাথ।
নহে সবংশে হইবে নিপাত ॥
প্রভাতে উঠিয়া সিংহল পতি।
কম্পিত স্বপন ভয়েতে অতি ॥

আপনি হুই সাধু করি মোচন।
নৌকা-পুরী দিল হীরা কাঞ্চন॥
দেশে চলে সাধু হরিষ পায়।
দিবা নিশি নাহি ভেদ তাহায়॥
সত্যনারায়ণ করিয়া লীলা।
নদীতীরে দিব্য সন্ন্যাসী হৈলা॥
গৈরিকের বস্ত্র কটিতে আঁটা।
প্রয়াগের রুলি কপালে ফোঁটা॥
শিরে জটাভার কুণ্ডল কাণে।
ঢুলু ঢুলু আঁখি বিজয়া পানে॥
সাধুকে জিজ্ঞাসে মধুর স্বরে।
সদাগর যাবে কোন্ সহরে॥
কিবা দ্রব্য তুমি ভরেছ নায়।
সাধু শুনি কহে কুপিয়া তায়॥
মাটিতে পুরেছি তরণী আমি।
পুনঃ পুনঃ কেন জিজ্ঞাস তুমি॥
প্রভু কহে হাসি মাটির ভরা।
মোর বাক্য বলে হউক ত্বরা॥
সাধু দেখি মাটী সকল নায়।
কান্দি পড়ে যেয়ে সন্ন্যাসী পায়॥
স্তব স্তুতি করে অতি সরস।
ভগবান্ হৈলা স্তবেতে বশ॥
হাসি কহে হরি সাধুর পাশে।
সত্য সেবা ভুলিয়াছ কি দোষে॥

দুহিতা কারণে মানস ছিল।
বিয়া দিলা পূজা কেন না হৈল॥
সিংহলেতে দুঃখ তাঁহার রোষে।
পূজা কর গিয়া আপন দেশে॥
পুর্ব্ব মত ভরা হইবে নায়।
উঠে যেয়ে সাধু দেখিতে পায়॥
অন্তর্ধান হৈলা প্রভু তথায়।
ধনপতি হৈল ত্রাসিত তায়॥
বান্ধা রাখে রত্ন সেবার কারণ।
নৌকায় উঠিয়া করেন গমন॥
বহুকালে তরী লাগিল ঘাটে।
সাধুর পুরীতে সংবাদ রটে॥
সাধুসুতা সত্যসেবার পরে।
লইছে প্রসাদ খাইতে করে॥
সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদ ভরে।
ফেলিল প্রসাদ কতেক দূরে॥
নারায়ণ হৈলা তাহে কুপিত।
ডুবিল জামাতা নৌকা সহিত॥
সাধু মোহ হৈল দেখিয়া তায়।
পুরে অমঙ্গল শুনিতে পায়॥
সাধু নারী শুনে সুতার সাথ।
বিনা মেঘে হইল বজ্রাঘাত॥
ক্রন্দনের রোল সাধুর দেশে।
রবিবর ভনে নাচারি শেষে॥

শুনিয়া দারুণ বাণী, সাধুসুতা সুবদনী
পড়িল কান্দিয়া ধরাপর।
কমল যুগল করে, হানিছে মস্তকোপরে,
নয়নেতে ধারা খরতর ॥
ওহে প্রভু প্রাণনাথ, বজ্রাঘাত অকস্মাৎ,
নিজ নারী পায়েতে হানিলা।
যাইতে প্রবাস পথে, কত বুঝাইনু তাতে,
ঘাটে আসি সব বিস্মরিলা।
চিরকাল পরবাস, মনেতে করেছি আশ,
দেখিব বদন শশধর।
আশানদী হৈল দূর, যৌবনের গর্ব্ব চুর,
হেলাতে করিলা প্রাণেশ্বর ॥
নারীর জীবন পতি, পতি রমণীর গতি,
নারীর বসনভূষা পতি।
কাঁন্দিছে সাধুর বালা, ধরণী করিয়া আলা,
মদন বিরহে যেন রতি ॥
ক্ষণে পড়ে ধরাতলে, ঝাপ দিতে যায় জলে,
ক্ষণে ক্ষণে বলিছে বদনে।
কোথা গেলে প্রাণেশ্বর, আসিয়া দেখহ ঘর,
অবলার দুর্গতি নয়নে ॥
ভাঁবিতে পরাণ ফাটে, সমুদ্র তরিয়া ঘটে,
বিনা মেঘে নৌকা হৈল তল।
না দেখিয়া পারাবার, উপায় করিছে সার,
বুঝি হরি করিয়াছে ছল ॥

ওহে প্রভু গদাধর, বিবাহ অগ্নির শর,
বিদিত তোমার কলেবর।
ত্রেতাযুগে অবতার, নাশিতে ক্ষিতির ভার,
জন্মেছিলা অযোধ্যা নগর॥
পিতার আজ্ঞার ছলে, বনবাস কুতূহলে,
জানকী লক্ষ্মণ সঙ্গে করি।
উপজিল দুঃখজাল, পরিয়া গাছের ছাল,
শিরে জটা হাতে ধনু ধরি॥
ছিলা পঞ্চবটী বন, তথা হৈতে দশানন,
সীতা হরি নিল লঙ্কাপুরী।
বিরহে হইয়া ছিন্ন, বিবর্ণ হইল বর্ণ,
ব্যাকুল হইলে বনে ঘুরি॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতারী, সুগ্রীবেরে সখা করি,
বালি বধ বিনা অপরাধে।
সমুদ্র তোমার সৃষ্টি, পাষাণ করিয়া বৃষ্টি,
অলঙ্ঘ্য বাঁধিলা শোকবাদে॥
অতি শোকে কোপরাশি, সবংশে রাবণে নাশি,
সীতা সঙ্গে হইল দরশন।
হরিষ হইয়া রঙ্গে, বানর ভল্লুক সঙ্গে,
সুখে কৈলা অযোধ্যা গমন॥
আমি বালা বল শূন্য, শরীরে নাহিক পুণ্য,
পুণ্যহীনে দেবতা নির্দ্দয়।
অধম অজ্ঞান জানি, দয়া কর চক্রপাণি,
তব নাম দীন দয়াময়॥

লোচনে বহিছে ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা,
নারায়ণ স্মরে বারে বার।
বিপত্তিতে অভিরাম, শ্রীমধুসূদন নাম,
কবিবর করিছে পয়ার ॥

এরূপ ক্রন্দন কত করে সাধুবালা।
রাহুতে গ্রাসিছে যেন পূর্ণ শশিকলা ॥
নিতান্ত দুর্গতি দেখি সত্যনারায়ণ।
করিলা আকাশ বাণী শুনে সর্ব্বজন ॥
আহ্লাদে ত্যজিয়াছিলে প্রসাদ আমার।
ভক্তিভরে খাও যেয়ে দুঃখে হবে পার ॥
আকাশ বাণীতে যেন পেয়ে হারাধন।
পরম ভক্তিতে খায় প্রসাদ তখন ॥
উঠিল ভাসিয়া নৌকা হরিশ্চন্দ্র সনে।
জয় জয় শব্দ হয় সাধুর ভবনে ॥
ধনপতি জামাতাকে সহিত লইয়া।
পুরে প্রবেশিল সুখসাগরে ডুবিয়া ॥
ধনপতি মহাসুখী কৈলা ভগবান্।
জন্মিলেক দুহিতার অপূর্ব্ব সন্তান ॥
যুগে যুগে অবতার হৈয়া মনোহর।
এরূপ মহিমা প্রকাশিল গদাধর ॥
কলিতে জাগ্রত দেব সত্যনারায়ণ।
অপুত্রকে পুত্র দেন দরিদ্রকে ধন ॥

রোগ যুক্ত হয় মুক্ত সঙ্কটে নিস্তার'।
কারাগারে বন্দী পায় মানসে উদ্ধার॥
বোবা জন কথা কয় মুখে বিদ্যা পান।
কিনা কারে দিতে পারে দেব ভগবান॥
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
নারায়ণ বিনা অন্তকালে কেহ নাই॥
ভাই বন্ধু নারী আদি সকলি অসার।
ভবসিন্ধু তরিবারে তরী নাহি আর॥
গেল দিন মিছা কাজে কবিবর কয়।
হরি হরি ধ্বনিতে যমের নাহি ভয়॥

রামেশ্বরী ব্রতকথা সমাপ্ত।

স্কন্দ-পুরাণোক্ত

রেবাখণ্ডের মূল

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদিরয়েৎ॥ ঋষয় উবাচ। ব্রতেন তপসা বাপি প্রাপ্যতে বাঞ্ছিতং ফলম্। সর্ব্বেষাং প্রষ্টু মিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥ শ্রীশুক উবাচ। নারদেনৈবমুক্তঃ স ভগবান্ কমলাপতিঃ। সুরর্ষায়ো যথা প্রাহুস্তৎ শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ॥ একদা নারদো যোগী নরানুগ্রহকাম্যয়া। পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্ মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ॥ তত্র দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্ব্বে নানাদুঃখ-সমন্বিতাঃ। নানাযোনি-সমুৎপন্নাঃ ক্লিশ্যন্তে পাপকর্ম্মভিঃ॥ কেনোপায়েন চৈতেষাং দুঃখনাশো ভবেদধ্রুবং। ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বিষ্ণুলোকং গতস্তদা॥ তত্র নারায়ণং দেবং শুক্লবর্ণং চতুর্ভুজম্। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বনমালা-বিভূষিতম্॥

দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং বক্তুং সমুপচক্রমে"। নারদ উবাচ। ওঁ নমস্তে বাঙ্মনোঽতীতরূপায়ানন্তশক্তয়ে। আদিমধ্যান্তহীনায় নির্গুণায় গুণাত্মনে॥ সর্ব্বেষামাদিভূতায় ভক্তানামার্ত্তিনাশিনে। শ্রুত্বা স্তোত্রং ততো বিষ্ণুর্নারদং প্রত্যভাষত॥ শ্রীভগবানুবাচ। কিমর্থমাগতোঽসি ত্বং কিন্তে মনসি বর্ত্ততে। কথয়স্ব মহাভাগ তৎসর্ব্বং কথয়ামি তে॥ নারদ উবাচ। মর্ত্ত্যলোকে জনাঃ সর্ব্বে নানাক্লেশসমন্বিতাঃ। নানাযোনিসমুৎপন্নাঃ পচ্যন্তে পাপকর্ম্মভিঃ॥ তৎ সর্ব্বং শমযেন্নাথ লঘুপায়েন তদ্বদ। শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং কৃপাস্তি যদি তে ময়ি॥ শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস লোকানুগ্রহকাম্যয়া। যৎ কৃত্বা মুচ্যতে মোহাৎ তৎ শৃণুস্ব বদামি তে॥ ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গে ভুবি সুদুর্লভম্। তব স্নেহান্ময়া বিপ্রাঃ প্রকাশঃ ক্রিয়তেঽধুনা॥ সত্যনারায়ণস্যৈতদ্ ব্রতং-সম্যগ্ বিধানতঃ। কৃত্বা সম্যক্ সুখং ভুক্ত্বা পরে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং নারদঃ পুনরব্রবীৎ। কিং ফলং কিং বিধানঞ্চ কৃতং বা কেন তদ্ব্রতম্॥ তৎ সর্ব্বং বিস্তরাৎ ব্রূহি কদা কার্য্যং ব্রতং হি তৎ॥ শ্রীভগবানুবাচ। দুঃখশোকাদিশমনং ধনধান্যবিবর্দ্ধনম্। সৌভাগ্যসন্ততিকরং সর্ব্বত্র বিজয়প্রদম্॥ যস্মিন্ কস্মিন্ দিনে মর্ত্ত্যো ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। সত্যনারায়ণং দেবং যজেৎতুষ্টো নিশামুখে॥ বান্ধবৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সহিতো ধর্ম্মতৎপরঃ। নৈবেদ্যং ভক্তিতো দদ্যাৎ সপাদং ভক্ষমুত্তমম্॥ রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকম্। অভাবে শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়স্তথা॥ সপাদং সর্ব্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য

নিবেদয়েৎ। বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ কথাং শ্রুত্বা জনৈঃ সহ ॥ ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বিপ্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্। প্রসাদং ভক্ষয়েদ্ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিকঞ্চরেৎ ॥ ততস্তত্বা গৃহং গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং স্মরন্। এবং কৃতেমনুষ্যাণাং বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ বিশেষতঃ কলিযুগে নান্যোপায়োঽস্তিভূতলে। কথামস্য প্রবক্ষ্যামি কৃতকৃত্যো ভবেদ্দ্বিজ ॥ কশ্চিৎ কাশীপুর গ্রামে আসীদ্বিপ্রশ্চ নির্ধনঃ। ক্ষুৎতৃষ্ণাব্যাকুলো ভুত্বা সভয়ং ভ্রমতে মহীন ॥ দুঃখিতং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ। বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ পপ্রচ্ছ দ্বিজমাদরাৎ। কিমর্থং ভ্রমসে বিপ্র মহীং কৃৎস্নাং সুদুঃখিতঃ। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ব্রাহ্মণোঽতিদরিদ্রোঽহং ভিক্ষার্থং ভ্রমণং মম। উপায়ং যদি জানাসি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উবাচ। সত্যনারায়ণো বিষ্ণু বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ। তস্য ত্বং দ্বিজশার্দ্দূল কুরুস্ব ব্রতমুত্তমম্ ॥ যৎকৃত্য সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ। বিধানঞ্চ ব্রতস্যাস্য বিপ্রায়াভাষ্য যত্নতঃ ॥ সত্যনারায়ণো বৃদ্ধস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততোঽসৌ মনসা বিপ্রশ্চিন্তয়ামাস ঈশ্বরম্ ॥ ব্রতং নারায়ণেনোক্তং বিদিত্বা মন্দিরং যযৌ। ততোঽহং তৎ করিষ্যামি ব্রতং মনসি চিন্তিতম্ ॥ ইতি নিশ্চিত্য বিপ্রোঽসৌ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্। ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় সত্যনারায়ণব্রতং ॥ করিষ্যেঽহঞ্চ সঙ্কল্প্য ভিক্ষার্থমগমদ্দ্বিজঃ। তস্মিন্নেব দিনে বিপ্রঃ প্রচুরং দ্রব্যপ্রাপ্তবান্ ॥ তেনৈব বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং সত্যস্য ব্রতমাচরন্। সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ ॥ বভূব স দ্বিজশ্রেষ্ঠো

ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ। ততঃ প্রভৃতি কালঞ্চ মাসি মাসি ব্রতং কৃতম্ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এবং নারায়ণাদেতদ্‌ব্রতং জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দুর্লভং মোক্ষপ্রাপ্তবান॥ ব্রতমেতদ্ যদ বিপ্রঃ পৃথিব্যাং সঞ্চরিষ্যতি। তদৈব সর্ব্ব দুঃখং হি মানবানাং বিনশ্যতি ॥ সূত উবাচ। এবং নারায়ণেনোক্তং নারদায় মহাত্মনে। ময়াপি কথিতং বিপ্রাঃ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥ ঋষয় উচুঃ। তস্মাদিদ ব্রতং কেন পৃথিব্যাং চরিতং মুনে। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছাম শ্রদ্ধাস্মাকং প্রজায়তে ॥ সূত উবাচ। শৃণুধ্ব মুনয়ঃ সর্ব্বে তস্মাদ্ যেন কৃতং ভুবি। একদা স দ্বিজবরো যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ব্রতং কর্ত্তাং সমুদ্যত। এতস্মিন্নন্তরে কালে কাষ্ঠকেতুঃ সমাগতঃ ॥ বহিঃ কাষ্ঠঞ্চ সংস্থাপ্য বিপ্রস্য মন্দিরং যযৌ। তৃষ্ণয়া পীড়িতো ভূত্বা বিপ্রং দৃষ্ট্বা তথাবিধং ॥ প্রণিপত্য দ্বিজং প্রাহ কিমিদং ক্রিয়তে ত্বয়া। কৃতে কিং ফলমাপ্নোতি বিস্তরাদ্ বদ মে প্রভো ॥ বিপ্র উবাচ। সত্যনারায়ণস্যেদং ব্রতং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদম্। দুঃখ দারিদ্র্যশমনং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ তস্য প্রসাদাম্মে সর্ব্বং ধনধান্যাদিকং মহৎ। ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কাষ্ঠহর্ত্তাতিহর্ষিতঃ ॥ পপৌ জলং প্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা তন্নগরং যযৌ। সত্যনারায়ণং দেবং চিন্তয়ন্ স্থিরমানসঃ ॥ কাষ্ঠং বিক্রিয় নগরে প্রাপ্স্যামি চাদ্য যদ্ধনম্। তেনৈব সত্যদেবস্য করিষ্যে ব্রতমুত্তমম্ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কাষ্ঠং কৃত্বা তু মস্তকে। জগাম নগরং রম্যং ধনিনাং যত্র সংস্থিতিঃ ॥ তদ্দিনে কাষ্ঠমূল্যঞ্চ দ্বিগুণং প্রাপ্তবানসৌ। ততঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সুপক্কং

কদলীফলম্ ॥ শর্করাং ঘৃতদুগ্ধঞ্চ গোধূমস্য চ চূর্ণকম্ ॥ প্রত্যেকস্তু সপাদঞ্চ গৃহীত্বা স্বপুরঃ যযৌ ॥ ততো বন্ধূন্ সমাহূয় চকার বিধিনা ব্রতম্। তদ্‌ব্রতস্য প্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽভবৎ ॥ ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ। পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ সূত উবাচ। আসীদুল্কামুখো নাম নৃপতি-র্বলিনাং বরঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী যযৌ দেবালয়ং প্রতি ॥ দিনে দিনে ধনং দত্বা দ্বিজং সন্তোষয়েৎ সুধীঃ। তস্য ভার্য্যা প্রমুগ্ধা চ সরোজবদনা সতী ॥ ভদ্রশীলা ব্রতং সত্যং সিন্ধুতীরেঽকরোন্মুনে। এতস্মিন্নেব সময়ে সাধুরেকঃ সমাগতঃ ॥ বাণিজ্যার্থং বহুবিধৈ-রত্নাদ্যৈঃ পরিপূরীতাম্। নাবং সংস্থাপ্য তত্তীরে জগাম তত্তটং প্রতি ॥ দৃষ্ট্বা তত্র ব্রতং সম্যক্ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ ॥ সাধুঃ উবাচ। কিমিদং ক্রিয়তে রাজন্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা। প্রকাশং কুরু তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ রাজোবাচ। পূজনং ক্রিয়তে সাধো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। ব্রতঞ্চ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পুত্রাদিপ্রাপ্তয়ে ময়া ॥ প্রত্যুবাচ ততো নত্বা রাজানং সাদরং বচঃ ॥ সাঙ্গং কথয় মে রাজন্ ব্রতমেতৎ করোম্যহম্ ॥ মমাপি সন্ততির্নাস্তি এতস্মাদ্ভবিতা ধ্রুবম্। ততো নিবৃত্য বাণিজ্যাৎ সানন্দং গৃহমাযযৌ ॥ কিয়দ্দিনে তস্য ভার্য্যাঽভবদ্‌গর্ভবতী সতী। গর্ভযুক্তানন্দচিত্তাঽভবদ্ধর্ম্মপরায়ণা ॥ পূর্ণে গর্ভে ততো জাতা বালিকাচাতিসুন্দরী। দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ততো বণিক্ সুতায়াশ্চ জাতকাদিন্ সমাপ্য চ। নাম্না কলাবতী চেতি তন্নামকরণং কৃতম্ ॥ ততো লীলাবতী প্রাহ

স্বামিনং মধুরং বচঃ। ন করোমি কিমর্থং বা পুরা যচ্চ প্রতিশ্রুতম্॥ সাধুরুবাচ। বিবাহ সময়েঽপ্যস্যাঃ করিষ্যামি ব্রতং প্রিয়ে। ইতি ভার্য্যাং সমাশ্বাস্য জগাম তত্তটং প্রতি॥ ততঃ কলাবতী কন্যা বর্দ্ধিতা পিতৃবেশ্মনি। দৃষ্ট্বা কন্যাং ততঃ সাধুনগরে বন্ধুভিঃ সহ॥ মন্ত্রয়িত্বা দ্রুতং দূতং প্রেষয়ামাস ধর্ম্মবিৎ। বিবাহার্থঞ্চ কন্যায়া বরং শ্রেষ্ঠং বিচারয়ন্॥ তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ সোঽসৌ কাঞ্চনং নগরং যযৌ। তস্মাদেকং বণিকপুত্রং সমাদায়াগতো হি সঃ॥ দৃষ্ট্বা তু সুন্দরং বালং বণিক-পুত্রং গুণান্বিতম্। জ্ঞাতিভির্ব্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পরিতুষ্টেন চেতসা॥ দত্তবান্ সাধুপুত্রায় কন্যাং বিধিবিধানতঃ। ততোঽভাগ্যবশাত্তেন বিস্মৃতং ব্রতমুত্তমম্॥ বিবাহসময়েঽপ্যস্যাস্তেন রুষ্টোঽভবদ্বিভুঃ। ততঃ কালেন কিয়তা নিজধর্ম্মবিশারদঃ॥ বাণিজ্যার্থং ততঃ শীঘ্রং জামাত্রা সহিতো বণিক। পুরীং নির্ম্মায় নগরে চন্দ্রকেতুনৃপস্য চ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ। ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞ-মালোক্য পাপং তস্মৈ প্রদত্তবান্॥ অত্যারভ্য কিয়ৎকালং দুঃখমেষোঽত্র ভবিষ্যতি। তস্মিন্নেব দিনে রাজ্ঞো ধনমাদায় তস্করঃ॥ তেনৈব বর্ত্ম নায়াতঃ পৃষ্ঠদেশং বিলোকয়ন্। তৎ পশ্চাৎ ধাবতো দূতান্ দৃষ্টা ভীতেন চেতসা॥ ধনং সংস্থাপ্য তত্রৈব গতঃ শীঘ্রমলক্ষিতঃ। ততো দূতাঃ সমায়াতা যত্রাস্তি সজ্জনো বণিক॥ দৃষ্ট্বা ভূপ ধনং তত্র বদ্ধা দূতা বণিক্‌সুতৌ। হর্ষযুক্তা ধাবমানা উচুনৃপসমীপতঃ॥ তস্করৌ দ্বৌ সমানীতৌ বিলক্যাজ্ঞাপয় প্রভো। তেনাজ্ঞপ্তে স্ততঃ শীঘ্রং দৃঢ়ং বদ্ধা তু

তাবুভৌ। স্থাপিতৌ দ্বৌ মহাদুর্গে কারাগারে বিচারতঃ। সূত উবাচ। মায়য়া সত্যদেবস্য ন শ্রুতঞ্চ তয়োর্বচঃ। ততস্তয়োর্ধনং যচ্চ গৃহীতং চন্দ্রকেতুনা॥ তচ্ছাপাচ্চ তয়োর্গেহে ভার্য্যাপি দুঃখিতাভবৎ॥ চৌরেপাপহৃতং সর্ব্বং গেহে যচ্চ স্থিতং ধনম্। আধিব্যাধিসমাযুক্তা ক্ষুৎপিপাসাপ্রপীড়িতা॥ অন্ন চিন্তাপরা ভূত্বা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে। তত্র কলাবতী কন্যা ভ্রমতে প্রতিবাসরম্॥ একদা সা তু ভবনাৎ ক্ষুধার্ত্তা দ্বিজ মন্দিরম্। গত্বাপশ্যদ্ ব্রতং তত্র সত্যনারায়ণস্য চ॥ উপবিশ্য কথাং শ্রুত্বা বরং সম্প্রর্থ্য বাঞ্ছিতম্। প্রসাদ ভক্ষণং কৃত্বা যযৌ রাত্রৌ গৃহং প্রতি॥ ততো লীলাবতী কন্যাং ভৎর্সয়ামাস তাং ভৃশম্। পুত্রি রাত্রৌ স্থিতা কুত্র কিন্তে মনসি বর্ত্ততে॥ দ্বিজালয়ে ব্রতং মাতদৃষ্টং বাঞ্ছিতসিদ্ধিদম্॥ তৎ শ্রুত্বা কন্যকাবাক্যং ব্রতং কর্ত্তুং সমুদ্যতা। সমুতা সা বণিগ্ ভার্য্যা সত্যনারায়ণস্য চ। ব্রতঞ্চক্রে চ বৈ সাধ্বী বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সহ॥ ভর্ত্তৃজামাতরৌ ক্ষিপ্রমাগচ্ছেতাং মমাশ্রমম্। ইতি দেবং বরং যাচে সত্যদেবং পুনঃ পুনঃ॥ অপরাধস্তু ভর্ত্তুমে জামাতুঃ ক্ষন্তুমর্হসি। ব্রতেন তস্যাস্তুষ্টোঽসৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ॥ দর্শয়ামাস স্বপ্নং হি চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্॥ বন্দিনৌ মোচয় প্রাতর্ব্বণিজৌ নৃপসত্তম॥ দেয়ং ধনঞ্চ তৎসর্ব্বং বিধিনা দ্বিগুণী কৃতম্॥ নো চেৎ ত্বাং নাশয়িষ্যামি সরাজ্যধনপুত্রকম্॥ এবমাভাষ্য রাজানং ধ্যানগম্যোঽভবৎ প্রভুঃ। ততঃ প্রভাতসময়ে রাজা চ স্বজনৈঃ সহ॥ উপবিশ্য সভামধ্যে প্রাহ দূতজনং প্রতি: বদ্ধৌ

মহাজনৌ শীঘ্রং মোচয়ধ্বং বণিক্‌সুতৌ ॥ ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা মোচয়িত্বা মহাজনৌ। সমানীয় নৃপস্যাগ্রে প্রোচুশ্চ বিনয়ান্বিতাঃ আনীতৌ দ্বৌ বণিক্‌পুত্রৌ মুক্তৌ নিগড়বন্ধনাৎ। ততো মহাজনৌ নত্বা চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্। স্মৃত্বা চ পূর্ব্ববৃত্তান্তং বিস্ময়াস্ফ-বিহ্বলৌ। রাজা বণিকসুতৌ বীক্ষ্য প্রোবাচ সাদরং বচঃ॥ দৈবাৎ প্রাপ্তং মহৎ কষ্টমিদানীং নাস্তি তদ্ভয়ং। ইদানিমেব মুক্তুস্ত্বং ক্ষুরকর্ম্মাদিকঞ্চর ॥ ততো নৃপবরঃ শ্রীমান্ স্বর্ণরত্ন-বিভূষণৈঃ। অলঙ্কৃত্য বণিক্‌পুত্রৌবচসা প্রীণয়দ্ভৃশম্॥ পুরা নীতঞ্চ মদ্‌দ্রব্যং দ্বিগুণীকৃত্য দত্তবান্। প্রোবাচ তৌ ততো রাজা গচ্ছ সাধো নিজাশ্রমম্॥ রাজানং প্রণিপত্যাহ গন্তব্যং ত্বৎ প্রসাদতঃ। যাত্রাং কৃত্বা ততঃ সাধুর্ম্মঙ্গলাচারপূর্ব্বিকাম্॥ ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্বা সহর্ষো নগরং যযৌ। কিয়দ্দূর গতে সাধৌ সত্যনারায়ণং প্রভুঃ। জিজ্ঞাসাং কৃতবান সাধো কিমস্তি তরণৌ তব। ততো মহাজনো মত্তো হেলয়া চ প্রহস্য চ॥ কথং পৃচ্ছসি ভো দণ্ডিন্ মুদ্রাং কিং লব্ধ মিচ্ছসি। লতাপত্রাদিকঞ্চৈব বর্ত্ততে তরণৌ মম॥ নিষ্ঠুরঞ্চ বচঃ শ্রুত্বা সত্যং ভবতু তে বচঃ। এবমুক্ত্বা গতঃ শীঘ্রং দণ্ডীতস্য সমীপতঃ॥ কিয়দ্দূরে ততো গত্বা স্থিতঃ সিন্ধুসমীপতঃ॥ গতে দণ্ডিনী সাধুশ্চ কৃতনিত্যক্রিয়স্তদা॥ উত্থিতাং তরণীং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ। লতাপত্রাদিকং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতো হ্যপতদ্ভুবি॥ লব্ধসংজ্ঞো বণিকপুত্রস্ততশ্চিন্তা-পরোঽভবৎ। শ্বশুরং দুহিতুঃ কান্তো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥

জামাতোবাচ। কিমর্থং কুরুতে শোকং শাপাদেতচ্চ দণ্ডিনঃ।

শক্যতে তেন সর্ব্বংহি কর্ত্তুংহর্ত্তং ন সংশয়ঃ ॥ ততস্তচ্ছরণং যামো বাঞ্ছিতার্থো ভবিষ্যতি। জামাতুশ্চ বচঃ শ্রুত্বা তৎসকাশং গতস্তদা ॥ দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনং ভক্ত্যা নত্বা প্রোবাচ সত্বরম্। ক্ষমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ ॥ ময়া দুরাত্মনা দেব মুগ্ধেন তব মায়য়া। যদুক্তং তদ্বচো নাথ দুষ্টং মাং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ যতঃ পরাকৃতাঃ সর্ব্বে ক্ষমাসারা হি সাধবঃ। পুনঃ পুনস্ততো নত্বা রুরোদ শোকবিহ্বলঃ ॥ তমুবাচ ততো দণ্ডী বিলপন্তং বিলোক্য চ। মা রোদীঃ শৃণু মে বাক্যং মম পূজাপরাঙ্মুখঃ ॥ মামবজ্ঞায় দুর্ব্বুদ্ধে লব্ধং দুঃখং মুহুর্ম্মুহুঃ। তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং স্তুতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।

সাধুরুবাচ। তন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ। ন জানন্তি গুণং রূপং তবাশ্চর্য্যমিদং প্রভো ॥ মূঢ়োঽহং ত্বাং কথং জানে মোহিতস্তব মায়য়া। প্রসীদ পূজয়িষ্যামি যথাবিভব বিস্তরৈঃ ॥ পুত্রং বিত্তঞ্চ মচ্চিত্তঃ পাহি মাং শরণাগতং। শ্রুত্বা ভক্তিযুতং বাক্যং পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ বরঞ্চ বাঞ্ছিতং দত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততোঽসৌ নাবমারুহ্য দৃষ্ট্বা রত্নাদিপূরিতাম্ ॥ কৃপয়া সত্যদেবস্য যৎ ফলং বাঞ্ছিতং মম। ইত্যুক্ত্বা স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি ॥ হর্ষেণ মহতা সাধুঃ প্রয়াণঞ্চাকরোদ্দ্বিজঃ নাবং সংযোজ্য বেগেন স্বদেশমগমত্তদা ॥ ততো জামাতরং প্রাহ পশ্য বৎস পুরীংমম। দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস নিজবিত্তস্য রক্ষকম্ ॥ ততোঽসৌ নগরং গত্বা সাধুর্ভার্য্যাং বিলোক্য চ। উবাচ বাঞ্ছিতং বাক্যং নত্বা বদ্ধাঞ্জলিস্তদা ॥ নিকটে নগরস্যৈব জামাত্রা

সহিতো বণিক্ আগতো বন্ধুবর্গৈশ্চ ধনৈর্ব্বহুবিধৈস্তথা ॥ শ্রুত্বা দূতমুখাৎ বাক্যং মহাহর্ষযুতা সতী। সত্যপূজাং ততঃ কৃত্বা প্রোবাচ তনুজাং প্রতি ॥ ব্রজামি শীঘ্রমাগচ্ছ সাধুসন্দর্শনায় চ। ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা ব্রতং কৃত্বা সমাপ্য চ ॥ প্রসাদং সংপরিত্যজ্য গতা সা চ পতিং প্রতি। তেন রুষ্টং সত্যদেবো ভর্ত্তারং তরণীং তথা ॥ সংহৃত্য চ ধনৈঃ সার্দ্ধং জলে তস্মিন্ সমর্পয়ৎ। ততঃ কলাবতী কন্যামালোক্য বণিজং পতিং ॥ শোকেন মহতা তত্র রুদন্তী চাপতদ্ভুবি। দৃষ্ট্বা তথাবিধাং কন্যাং ন দৃষ্টা তু পতিং তরীম্ ॥ ভীতেন মহতা সাধুঃ কিমাশ্চর্য্যমিদং মহৎ। বিচন্ত্য-মানাস্তে সর্ব্বে বভুবুস্তরিবাহকাঃ ॥ ততো লীলাবতী সাধ্বী দৃষ্ট্বা তদ্ বিহ্বলা সতী। বিললাপাতিদুঃখেন ভর্ত্তারঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ইদানীং নৌকয়ো সার্দ্ধমদৃশ্যোঽভূদলক্ষিতং। ন জানে কেন দৈবেন হেলয়া বাপহারিতং ॥ সত্যদেবস্য মাহাত্ম্যং কিং জ্ঞাতুং নহি শক্যতে। ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ তত্রস্থা স্বজনৈঃ সহ ॥ ততো লীলাবতী কন্যাং ক্রোড়ে কৃত্বা রুরোদ চ। ততঃ কলাবতী কন্যা নষ্টে স্বামিনি দুঃখিতা ॥ গৃহিত্বা পাদুকাং তস্য অনুগন্তুং মনো দধে। কন্যায়াশ্চরিতং দৃষ্টা সভার্য্যঃ সুজনো বণিক্ ॥ অতি শোকেন সন্তপ্তশ্চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ। হৃতো হি সত্যদেবেন জামাতা সতমায়য়া ॥ সত্যপূজাং করিষ্যামি তথা বিভববিস্তরৈঃ। ইতি সর্ব্বান্ সমাহূয় কথিতঞ্চ মনোরথম্ ॥ নত্বা চ দণ্ডবদ্ভূমৌ সত্যদেবং পুনঃপুনঃ। ততস্তুষ্টঃ সত্যদেবো গগনাদ্বণিজং প্রতি ॥ জগাদ বচনাঞ্চেদং নৈবেদ্যমবমন্য চ। আগতা স্বামিনং দ্রষ্টু

মত্তোঽদৃশ্যোঽভবৎ প্রভুঃ ॥ গৃহংগত্বাপ্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা চায়াতু সা পুনঃ ॥ লব্ধভর্ত্তৃসুখা সাধো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ততশ্চ প্রাণদং বাক্যং শ্রুত্বা গগনমণ্ডলাৎ। ক্ষিপ্রং তদা গৃহং গত্বা প্রসাদং প্রতিভুজ্য চ ॥ অপশ্যৎ পুনরাগত্য পতিং নাবং জনৈঃ সহ। ততো কলাবতী তুষ্টা জগাদ পিতরং প্রতি ॥ এহি তাত গৃহং যাহি বিলম্বং কুরুষে কথং। তৎ শ্রুত্বা কন্যকাবাক্যং সন্তুষ্টোঽভূদ্বণিক সুতঃ ॥ পূজনং সত্যদেবস্য কৃত্বা বিধিবিধানতঃ। ধনৈর্বন্ধুগণৈঃ সার্দ্ধং জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং পূজাং কৃত্বা যথাবিধিঃ। ইহলোকে সুখী ভূত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণকথায়াং বণিক্ সাধু মোক্ষবর্ণনোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সুত উবাচ। অথ চান্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ। আশীদ্বংশধ্বজো রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ প্রসাদং সত্য-দেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ সঃ। একদা স বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ মৃগান্। আগত্য বটমূলে চ দৃষ্ট্বা সত্যস্য পূজনম্ ॥ গোপাঃ কুর্ব্বন্তি সন্তুষ্টা ভক্তিযুক্তাঃ সবান্ধবাঃ। রাজা দৃষ্ট্বা তু দর্পেণ নাগতো ন ননাম সঃ ॥ ততো গোপগণাং সর্ব্বে প্রসাদং নৃপসন্নিধৌ। সংস্থাপ্য পুনরাগত্য ভুক্তাঃ সর্ব্বে যথেপ্সিতম্ ॥ ততঃ প্রসাদং সংত্যজ্য রাজা দুঃখমবাপ সঃ ॥ তস্য পুত্রশতং নষ্টং ধনধান্যাদিকঞ্চ যৎ ॥ সত্যদেবেন সৎ সর্ব্বং নাশিতং মম নিশ্চিতম্। অতস্তত্রৈব গচ্ছামি যত্র দেবস্য পূজনম্ ॥ মনসেতি বিনিশ্চিত্য যযৌ গোপালসন্নিধিম্! অতোঽসৌ সত্যদেবস্য পূজাং

গোপগণৈঃ সহ ॥ ভক্তি শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা চকার বিধিবন্নপঃ। সত্যদেবপ্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽভবৎ। ইহলোকে সুখী ভুত্বা চান্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ। য ইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরমদুর্লভম্ ॥ শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভক্তিমুক্তিফলপ্রদায়কম্। ধনধান্যাদিকং তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদতঃ ॥ দরিদ্রো লভতে বিত্তং বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ঈপ্সিতঞ্চ ফলং মুক্ত্বা চান্তেসত্যপুরং ব্রজেৎ। ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতম্ ॥ যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজাকথাফলম্। সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে। নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিত প্রদঃ। ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ ॥ যঃ ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ তস্য নশ্যন্তি পাপানি সত্যদেব প্রসাদতঃ ।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ ব্রতকথা সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রাসাদাৎ জনার্দ্দনম্।

ত্রুটী।

৬৫ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনের পত্যদেবের স্থলে সত্যদেব হবে।

৬৬ „ চোদ্দ লাইনের সোমানায় স্থলে সমানায় হবে।